# পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

**বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল**
**পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন**
**২০২৩-২০২৪**

**প্রকাশক:**
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি)
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স-২ (তৃতীয় তলা)
১ মিন্টো রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০-২-২২২২২৪১৮৩
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-২২২২২৪১৬৫
ই-মেইল: bac.gov.bd@gmail.com
ওয়েব: https://www.bac.gov.bd

বিএসি প্রকাশনা নম্বর- ০৫

**© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত:**
প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বার্ষিক প্রতিবেদন বা এর কোনো অংশ মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশ/ব্যবহার করা যাবে না।

---

Fifth Annual Report
2023-2024
Published by Bangladesh Accreditation Council

**“যে দেশে গুণের সমাদর নেই, সে দেশে গুণী জন্মাতে পারে না।”**

-ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

# সূচিপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| | মুখবন্ধ | | vii |
| ১ | বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল | | ১ |
| | ১.১ | ভূমিকা | ১ |
| | ১.২ | বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর গঠন পদ্ধতি | ১ |
| | ১.৩ | কাউন্সিল গঠন | ২ |
| ২ | সরকারের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনা ও গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা | | ৯ |
| | ২.১ | রূপকল্প | ৯ |
| | ২.২ | অভিলক্ষ্য | ৯ |
| | ২.৩ | উদ্দেশ্যাবলি | ৯ |
| | ২.৪ | মূল্যবোধ | ১০ |
| ৩ | কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি | | ১০ |
| ৪ | কাউন্সিলের জনবল | | ১১ |
| | ৪.১ | বিধিবদ্ধ পদে কর্মরত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ ও সচিব | ১১ |
| | ৪.২ | কাউন্সিলের সৃষ্ট পদে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী | ১১ |
| | ৪.৩ | কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ কার্যক্রম | ১১ |
| ৫ | কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ | | ১২ |
| | ৫.১ | কাউন্সিল সভা | ১২ |
| | | ৫.১.১ ১৫তম কাউন্সিল সভা | ১২ |
| | | ৫.১.২ ১৬তম কাউন্সিল সভা | ১২ |
| | | ৫.১.৩ ১৭তম কাউন্সিল সভা | ১৪ |
| | ৫.২ | প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং সেমিনার | ১৫ |
| | | ৫.২.১ আইকিউএসি'র (IQAC) সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ | ১৬ |
| | | ৫.২.২ 'উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন' শীর্ষক কর্মশালা | ১৭ |
| | | ৫.২.৩ 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বিএনকিউএফ বাস্তবায়ন অগ্রগতি' বিষয়ক কর্মশালা | ১৭ |
| | | ৫.২.৪ 'General Education: Concept, Significance and Selection of Courses' বিষয়ক কর্মশালা | ১৮ |
| | | ৫.২.৫ 'ফলাফল ভিত্তিক (Outcome based) কারিকুলাম প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালা | ১৯ |
| | | ৫.২.৬ 'ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন' শীর্ষক কর্মশালা | ১৯ |
| | | ৫.২.৭ 'কোয়ালিটি অ্যাসুওরেন্স ও উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ২০ |
| | | ৫.২.৮ 'অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড ও নির্ণায়ক' বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২০ |

৫.২.৯ 'উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন' বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা ২১
৫.২.১০ অ্যাকাডেমিক অডিটরগণের প্রশিক্ষণ ২২
৫.২.১১ কাউন্সিলের কার্যক্রমের বিস্তার সংক্রান্ত সেমিনার ২৩
৫.২.১২ কাউন্সিলের আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনার ২৩
৫.৩ অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা ২৪
৫.৪ অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় (Intent to Apply) ২৫
৫.৫ অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য চূড়ান্ত আবেদন দাখিল ২৫
৫.৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২৫
৫.৭ গবেষণা কার্যক্রম ২৬
৫.৭.১ গবেষণা প্রকল্প ২০২২-২০২৩ ২৬
৫.৭.২ গবেষণা প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ ২৭
৫.৭.৩ গবেষণা প্রকল্প ২০২৪-২০২৫ ২৯
৫.৮ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্ক ও অ্যাক্রেডিটেশন এজেন্সিসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপন ২৯
৫.৮.১ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সভায় অংশগ্রহণ ২৯
৫.৮.১.১ APQN Annual Academic Conference (AAC) and Annual General Meeting (AGM), 2023 ২৯
৫.৮.১.২ International Partner Forum, 2024 ২৯
৫.৮.১.৩ Meeting between BAC and QAA, UK ২৯
৫.৮.১.৪ Other International Conference ৩০
৫.৮.২ আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সিসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ৩০
৫.৮.২.১ BAC এবং APQN এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ৩১
৫.৮.২.২ BAC এবং NCPA এর মধ্যে সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর ৩২
৫.৮.২.৩ BAC এবং ACE এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ৩২
৫.৮.২.৪ BAC এবং IAAR এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ৩২
৫.৯ গ্রন্থাগার ৩৩
৫.১০ ডায়ারি ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ৩৩
৫.১১ আলোকচিত্রে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ৩৪
৬ কাউন্সিলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ৩৮
৬.১ অফিস ডেকোরেশন ৩৮
৬.২ কাউন্সিলে যোগদানকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ৩৮
৬.৩ কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ৩৯
৬.৪ অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও ক্রয় ৪০

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ৬.৫ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংগ্রহ | ৪১ |
| | ৬.৬ | অফিস আসবাবপত্র ক্রয় ও সংগ্রহ | ৪১ |
| | ৬.৭ | যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত | ৪১ |
| | ৬.৮ | পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ (সাধারণ) | ৪১ |
| | ৬.৯ | প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/কনফারেন্স | ৪২ |
| | ৬.১০ | পণ্য ও সেবা সংগ্রহ (মেরামত ও সংরক্ষণ) | ৪২ |
| | ৬.১১ | গবেষণা খাতে ব্যয় | ৪২ |
| | ৬.১২ | অন্যান্য খাতে ব্যয় | ৪২ |
| | ৬.১৩ | ভান্ডার | ৪২ |
| | ৬.১৪ | ভান্ডার ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি ডিজিটাইজেশন | ৪৩ |
| | ৬.১৫ | পরিবহন সুবিধা | ৪৪ |
| ৭ | কাউন্সিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা | | ৪৪ |
| | ৭.১ | বার্ষিক বাজেট বিবরণী | ৪৪ |
| | ৭.২ | অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ | ৪৪ |
| | ৭.৩ | এনডাউমেন্ট ফান্ড | ৪৬ |
| ৮ | জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন/পালন | | ৪৭ |
| | ৮.১ | মহান শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন | ৪৭ |
| | ৮.২ | মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন | ৪৭ |
| ৯ | কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ | | ৪৮ |
| ১০ | কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ | | ৪৯ |


## পরিশিষ্ট


| | | | |
|---|---|---|---|
| ক. | List of Academic Auditors for Accreditation Committee and Academic Audit | পরিশিষ্ট-ক | ৫০ |
| খ. | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আবেদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা | পরিশিষ্ট-খ | ৫৭ |
| গ. | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন দাখিলকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা | পরিশিষ্ট-গ | ৫৯ |
| ঘ. | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাস্তবায়িত ৯টি গবেষণা প্রকল্প | পরিশিষ্ট-ঘ | ৬০ |
| ঙ. | বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এনডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালা, ২০২৩ | পরিশিষ্ট-ঙ | ৬২ |

# মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী কাউন্সিলের প্রতি অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের বিবরণ, হিসাব এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সরকারের নিকট পেশ করার নির্দেশনা রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ প্রস্তুত করেছে। কাউন্সিলের সার্বিক কার্যাদির একটি সচিত্র রূপরেখা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রয়োজন সমৃদ্ধ, প্রযুক্তিগত ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক। এছাড়াও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে গ্র্যাজুয়েটদের টিকে থাকার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নিয়মিত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করা আবশ্যক। প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে সুযোগ লাভ, যুগপৎ শিল্প, সেবা ও কৃষি খাতে কার্যকরভাবে দেশি ও বিদেশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য সক্রিয় শিক্ষার্থী হিসেবে গ্র্যাজুয়েটদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এরই প্রেক্ষিতে বর্ধিষ্ণু উচ্চ শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থায় বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েটদের সুসংহত ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রোগ্রাম এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সরকার ২০২০ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) প্রণয়ন করে। উচ্চ শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে BNQF (স্তর ৭ থেকে ১০)। BNQF দ্বারা নির্ধারিত প্রমিত মানের শিক্ষা কাঠামো অনুসরণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাউন্সিলের ওপর অর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে BNQF বাস্তবায়নের সক্ষমতা এবং অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও উচ্চ শিক্ষায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের সংস্কৃতি তৈরিতে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করছে। অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের জন্য কাউন্সিল অ্যাকাডেমিক অডিটর অনুমোদন করেছে।

উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নয় (৯)টি গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। কাউন্সিলের গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং গবেষকগণের সহায়তায় নয় (৯)টি গবেষণা প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে কাউন্সিলের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে কাউন্সিল সচেষ্ট রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সিসমূহের সাথে তিন (৩)টি সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding, MoU) এবং এক (১)টি সহযোগিতা স্মারক (Memorandum of Cooperation, MoC) স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের নিজস্ব রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

আমি বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সকল অংশীজন, দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, গবেষক ও সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাঁরা প্রতিনিয়ত মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে কাউন্সিলের কার্যক্রমকে সুগঠিত করতে সহায়তা করছেন। বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়সহ যে সব মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান থেকে কাউন্সিল সহযোগিতা পেয়েছে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি কাউন্সিলের সকল সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে যাঁরা আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ যথাসময়ে প্রস্তুত করে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ এর মাধ্যমে সকল অংশীজন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কার্যক্রম ও উল্লেখযোগ্য অর্জন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

# পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০২৩-২০২৪

## ১. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

### ১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭(খ)- এর আলোকে রাষ্ট্র, শিক্ষাকে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। একইসাথে ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রদর্শন ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্নপূরণে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। উচ্চ শিক্ষাকে মানসম্পন্ন ও লক্ষ্য-কেন্দ্রিক করতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এসব প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশে বর্তমানে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, উড়াল সড়ক, পাতাল সড়ক, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণসহ বিভিন্ন উচ্চতর প্রযুক্তির মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্কের ব্যাপক সম্প্রসারণ হচ্ছে। এ সকল অঞ্চল ও পার্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে উচ্চতর প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এসকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা পূরণ এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল অর্জনে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ অপরিহার্য।

### ১.২ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর গঠন পদ্ধতি

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এ বর্ণিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে ধারা ৬ এর উপধারা অনুযায়ী-

(১) চেয়ারম্যান, ০৪ (চার) জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ০৮ (আট) জন খণ্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে;

(২) উপ-ধারা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ৮ এর বিধান অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০৩ (তিন) জন অধ্যাপক এবং সরকারের প্রশাসনিক কার্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (সাবেক সচিব) ০১ (এক) জনকে সরকার কর্তৃক চার বছরের জন্য পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে;

(৩) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিলের ০৮ (আট) জন খণ্ডকালীন সদস্য আইনে বিধৃত নির্ণায়ক পদ্ধতি অনুসরণে নিয়োগ করা হয়েছে;

ধারা ৯ (১) অনুসরণে চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ তাঁদের নিয়োগের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর এবং খণ্ডকালীন সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ তাঁদের নিয়োগের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর;

এবং ধারা ১২ (১) মোতাবেক সরকার কর্তৃক ০১ (এক) জনকে কাউন্সিলের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং তিনি ১২ (২) ধারায় বিধৃত দায়িত্ব পালন করছেন।

## ১.৩ কাউন্সিল গঠন

| চেয়ারম্যান | | |
|---|---|---|
| **ক্রমিক** | **নাম** | **মেয়াদকাল** |
| ১. | **প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ**<br>প্রাক্তন ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা<br>সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা | ২৬ আগস্ট ২০১৮ - ০৮ আগস্ট ২০২২ |
| ২. | **প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম (দায়িত্বপ্রাপ্ত)**<br>প্রাক্তন ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ এবং কো-অর্ডিনেটর, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ<br>সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট | ৯ আগস্ট ২০২২ - ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ |
| ৩. | **প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ**<br>প্রাক্তন ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং<br>সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা | ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ - অদ্যাবধি |

**পূর্ণকালীন সদস্য**

| ক্রমিক | নাম | মেয়াদকাল |
|---|---|---|
| ১. | জনাব ইসতিয়াক আহমদ<br>সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ১৯ জুন ২০১৯ - ১৮ জুন ২০২৩<br>১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ - অদ্যাবধি |
| ২. | প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম (দায়িত্বপ্রাপ্ত)<br>প্রাক্তন ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ এবং কো-অর্ডিনেটর, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ<br>সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট | ১৯ জুন ২০১৯ - ১৮ জুন ২০২৩<br>১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ - অদ্যাবধি |
| ৩. | প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা<br>সাবেক চেয়ারম্যান, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়<br>সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ জুওলজিক্যাল সোসাইটি | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ - অদ্যাবধি |
| ৪. | প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর<br>মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী | ২৬ জুন ২০১৯ - ২৫ জুন ২০২৩<br>১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ - অদ্যাবধি |

**খণ্ডকালীন সদস্য**

| ক্রমিক | কাউন্সিলের আইনের ধারা | ধারার ব্যাখ্যা | নাম | মেয়াদকাল |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ৬ (৩) (ক) | ইউজিসি কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিশনের একজন পূর্ণকালীন সদস্য | প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর<br>সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা | ১৭ অক্টোবর ২০২১ -<br>১৬ অক্টোবর ২০২৩ |
| | | | প্রফেসর ড. হাসিনা খান<br>সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা | ০৫ নভেম্বর ২০২৩ -<br>অদ্যাবধি |
| ২. | ৬ (৩) (খ) | সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী | জনাব মোহাম্মদ আবূ ইউসুফ মিয়া<br>অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ | ২৬ জানুয়ারি ২০২৩-<br>১৯ নভেম্বর ২০২৩ |
| | | | জনাব খালেদা আক্তার<br>অতিরিক্ত সচিব(বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ | ২১ ডিসেম্বর ২০২৩-<br>অদ্যাবধি |
| ৩. | ৬ (৩) (গ) | সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য | জনাব শেখ কবির হোসেন<br>চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি | ৪ অক্টোবর ২০২১ -<br>৩ অক্টোবর ২০২৩ |
| | | | প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী<br>অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত নির্বাহী পরিষদের সদস্য | ২১ অক্টোবর ২০২৩ -<br>অদ্যাবধি |
| ৪. | ৬ (৩) (ঘ) | সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন স্বীকৃত বিদেশি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন | প্রফেসর হাবিবুল হক খন্দকার, পিএইচডি<br>সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগ, জায়েদ ইউনিভার্সিটি, আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত<br>বিদেশি অ্যাক্রেডিটেশন ও | ২৬ অক্টোবর ২০২১ -<br>২৫ অক্টোবর ২০২৩ |

| ক্রমিক | কাউন্সিলের আইনের ধারা | ধারার ব্যাখ্যা | নাম | মেয়াদকাল |
|---|---|---|---|---|
| | | সংস্থার একজন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিশেষজ্ঞ | কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সংস্থার বিশেষজ্ঞ | |
| | | | Dr. Jagannath Patil<br>Adviser, NAAC (National Assessment and Accreditation Council), Bengaluru, India | ৯ জানুয়ারি ২০২৪ - অদ্যাবধি |
| ৫. | ৬ (৩) (ঙ) | সরকার কর্তৃক মনোনীত বিষয় সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি | জনাব নাসরীন আফরোজ<br>নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ | ৪ আগস্ট ২০২২- ২৫ অক্টোবর ২০২৩ |
| | | | ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন<br>সদস্য, অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি<br>সরকার কর্তৃক মনোনীত পেশাজীবী সংস্থার প্রতিনিধি | ৯ জানুয়ারি ২০২৪ - অদ্যাবধি |
| ৬. | ৬ (৩) (চ) | বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন চিকিৎসা শিক্ষাবিদ | প্রফেসর ডা: মো: শারফুদ্দিন আহমেদ<br>ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা | ২৭ অক্টোবর ২০২১ - ২৬ অক্টোবর ২০২৩ এবং ৩১ অক্টোবর ২০২৩ - অদ্যাবধি |
| ৭. | ৬ (৩) (ছ) | সরকার কর্তৃক মনোনীত শিক্ষা প্রশাসন অভিজ্ঞ একজন শিক্ষানুরাগী | ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন<br>প্রধান উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা | ২৬ অক্টোবর ২০২১ ২৫ অক্টোবর ২০২৩ |
| | | | প্রফেসর হাবিবুল হক খন্দকার, পিএইচডি<br>সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগ, জায়েদ ইউনিভার্সিটি, আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৯ জানুয়ারি ২০২৪ - অদ্যাবধি |

| ক্রমিক | কাউন্সিলের আইনের ধারা | ধারার ব্যাখ্যা | নাম | মেয়াদকাল |
|---|---|---|---|---|
| ৮. | ৬ (৩) (জ) | সরকার কর্তৃক মনোনীত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি | প্রফেসর ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু<br>কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ২৬ অক্টোবর ২০২১ - ২৫অক্টোবর ২০২৩ |
| | | | প্রফেসর ড. এম. লুৎফর রহমান<br>প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উপাচার্য, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা। | ৯ জানুয়ারি ২০২৪ - অদ্যাবধি |
| সচিব<br>প্রফেসর এ. কে. এম. মুনিরুল ইসলাম | | | | |

## চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

## পূর্ণকালীন সদস্য

জনাব ইসতিয়াক আহমদ

প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম

প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা

প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর

# খণ্ডকালীন সদস্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর

প্রফেসর ড. হাসিনা খান

আবু ইউসুফ মিয়া

জনাব খালেদা আক্তার

জনাব শেখ কবির হোসেন

প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

Dr. Jagannath Patil

নাসরীন আফরোজ

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

প্রফেসর ডা. মো: শারফুদ্দিন আহমেদ

প্রফেসর হাবিবুল হক খন্দকার, পিএইচডি

প্রফেসর ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু

প্রফেসর ড. এম. লুৎফর রহমান

## ২. সরকারের পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনা ও গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার মান-উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ২০২০-২০২৫ ব্যাপী পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনা Education Sector Planning (ESP) হাতে নিয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও লৈঙ্গিক অসমতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে Education Sector Analysis (ESA) পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করে ESA পদ্ধতিটি প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার মান-উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত পরিকল্পনাকে সামনে রেখে শিক্ষাকে অর্থবহ করার জন্য শিক্ষাকে সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল OBE (Outcome Based Education) কারিকুলাম প্রণয়ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আইকিউএসির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষায় প্রমিত মানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএনকিউএফ প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'স্ট্যান্ডার্ড আউটকাম বেজড এডুকেশন কারিকুলাম' এর টেমপ্লেট প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

### ২.১ রূপকল্প

উচ্চ শিক্ষায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংস্থায় পরিণত হওয়া।

### ২.২ অভিলক্ষ্য

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিবেদিত থাকবে:

১. আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সংক্রান্ত রীতি অনুযায়ী শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উত্তম চর্চা নিশ্চিত করে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান সম্পর্কে অংশীজনদের আস্থাবৃদ্ধি সাধন;

২. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড (Standard), স্ব-নিরূপণ (Self-assessment) প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন এবং প্রতিপালন (Compliance) পরিবীক্ষণের (Audit) মাধ্যমে অংশীজনদের আস্থা অর্জন;

৩. দেশের টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নে বৃহত্তর অবদান রাখার নিমিত্ত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড বাস্তবায়নে সক্ষমতা অর্জনে সহযোগিতা প্রদান।

### ২.৩ উদ্দেশ্যাবলি

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য অর্জনের প্রধান উদ্দেশ্যাবলি হবে নিম্নরূপ:

১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আস্থাভাজন একটি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা হিসেবে সেবা প্রদান;

২. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম পর্যায়ে ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড পরিগ্রহণ (Adaptation) সহজীকরণ;

৩. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্ব-নিরূপণ এবং অভ্যন্তরীণ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সংস্কৃতির বিকাশের জন্য উত্তম চর্চার আচরণবিধি, নির্দেশাবলি ও মানদণ্ড সরবরাহ;

৪. অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চ শিক্ষা কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করতে পরামর্শ, সেবা প্রদান, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন এবং অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য তৈরি করার লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিনির্মাণ;

৫. অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড বাস্তবায়ন ও উত্তরোত্তর গুণগত মানোন্নয়ন কাজে নিয়োজিত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের মেন্টরিং ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান;

৬. বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ, অ্যাকাডেমিক নিরীক্ষণ ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড কঠোরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুদ্ধাচার ও জবাবদিহিতা এবং উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও জনসাধারণকে আশ্বস্ত করা;

৭. আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আস্থাভাজন অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্কসমূহের সাথে সহযোগিতা স্থাপন ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; এবং

৮. একটি সক্ষম ও টেকসই সাংগঠনিক কাঠামো অক্ষুণ্ন রাখা।

### ২.৪ মূল্যবোধ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে কার্যাবলি পরিচালনা করে:

**শুদ্ধাচার:** বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশলকে গুরুত্ব দেয়;

**পেশাদারিত্ব ও নৈতিকতা:** বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব এবং নৈতিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়;

**আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার:** বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারকে গুরুত্ব দেয়;

**স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা:** বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতাকে প্রাধান্য দেয়;

**প্রতিপালন:** বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও কার্যপদ্ধতি প্রতিপালনকে গুরুত্ব দেয়;

**বেঞ্চমার্কিং:** বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্কিং, উদ্ভাবন ও অব্যাহত উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়;

**বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ:** বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সংস্কৃতি এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের জীবন ও মর্যাদাকে সকলের উর্ধ্বে স্থান দেয়;

**সহযোগিতা ও সহায়তা:** জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক আস্থাভাজন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার সাথে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহায়তাকে গুরুত্ব দেয়।

## ৩. কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

আইনের ধারা ১০ মোতাবেক কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ:

(ক) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কনফিডেন্স সার্টিফিকেট বা ক্ষেত্রমত, অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান, স্থগিত বা বাতিলকরণ;

(খ) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রম অ্যাক্রেডিটকরণ;

(গ) কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ডিসিপ্লিনের জন্য পৃথক পৃথক অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি গঠন;

(ঘ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রেডিটেশন ও কনফিডেন্স সার্টিফিকেট প্রদানের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঙ) যৌক্তিক কারণে কোনো প্রতিষ্ঠান বা উহার অধীন কোনো ডিগ্রি প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন ও কনফিডেন্স সার্টিফিকেট শুনানীঅন্তে বাতিলকরণ;

(চ) অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃজনসহ উক্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন, বিস্তার, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কিত তথ্যবহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহিত পারস্পারিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন এবং

(ঝ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বা কাউন্সিল কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য কার্যসম্পাদন।

## ৪. কাউন্সিলের জনবল

### ৪.১ বিধিবদ্ধ পদে কর্মরত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ ও সচিব

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৬ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৪ জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ১ জন কাউন্সিল সচিব কর্মরত আছেন।

### ৪.২ কাউন্সিলের সৃষ্ট পদে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী

কাউন্সিলের সাংগঠনিক কাঠামোতে সৃষ্ট ৫৫টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৪৬জন (৯জন প্রেষণে ও ৩৭জন সরাসরি নিয়োগকৃত) কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। এদের মধ্যে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন পদমর্যাদার ০৮ জন কর্মকর্তা যথাক্রমে পরিচালক ও উপপরিচালক হিসাবে প্রেষণে কর্মরত আছেন। এছাড়াও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ০১ জন প্রফেসর (সংযুক্ত) কর্মরত আছেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কাউন্সিলের সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে প্রোগ্রামার (গ্রেড-৬) পদে ০১ জন, সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৯) পদে ০৯ জন, সহকারী লাইব্রেরিয়ান (গ্রেড-১০) পদে ০১ জন, ভান্ডার কর্মকর্তা (গ্রেড-১০) পদে ০১ জন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (গ্রেড-১১) পদে ০১ জন, কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) পদে ০৩জন, প্রুফ রিডার (গ্রেড-১৪) পদে ০১ জন, সহকারী হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১৪) পদে ০১ জন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) পদে ৬, ক্যাটালগার (গ্রেড-১৬) পদে ০১ জন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) ০১ জন, অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) পদে ১০ জন এবং বার্তা বাহক (গ্রেড-২০) পদে ০১ জনসহ সর্বমোট ৩৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এছাড়া আউটসোর্সিং ভিত্তিতে ১১ জন এবং কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে (দৈনিক ভিত্তিক) ০২ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন।

### ৪.৩ কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ কার্যক্রম

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রাজস্বখাতভুক্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৪৬টি পদে নিয়োগ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৯) এর ৯টি পদ, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) এর ১২ টি পদ এবং অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) এর ১০টিসহ সর্বমোট ৩১টি পদে কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রাজস্বখাতভুক্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৩ ক্যাটাগরির ৪৬টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পর পদত্যাগ বা যোগদানে অসম্মতির কারণে সৃষ্ট কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) এর ৩ (তিন)টি শূন্য পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগের জন্য কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ অনুযায়ী গত ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক দেশ রুপান্তর এবং দ্যা ডেইলি স্টার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত ৩ (তিন)টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত গত ২১ মার্চ ২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের নির্বাহী কমটির ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম ও সুপারিশ প্রদানের জন্য ০৮ (আট) সদস্যবিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।

## ৫. কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ

### ৫.১ কাউন্সিল সভা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ৩ (তিন)টি (১৫তম থেকে ১৭তম) কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

### ৫.১.১ ১৫তম কাউন্সিল সভা

১৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ/০২ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি)–এর সভাকক্ষে ১৫তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫তম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

১। কাউন্সিলের সহকারী পরিচালক (গ্রেড-০৯), অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) ও অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) ক্যাটাগরির ৩১টি পদে নিয়োগের পরবর্তী কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পন্নকরণেরর লক্ষ্যে বাছাই কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সরাসরি নিয়োগযোগ্য অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) এর ১২ (বারো)টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় ৩৯.৫ বা তদূর্ধ্ব নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীদেরকে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

চিত্র: ১৫তম কাউন্সিল সভা (১৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.১.২ ১৬তম কাউন্সিল সভা

২৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ/০৯ কার্তিক ১৪৩০ বঙ্গাব্দ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ১৬তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬তম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১। কাউন্সিলের সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী পরিচালক (গ্রেড-০৯) পদে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ২৭ জনের প্যানেল; অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) পদে ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ২০ জনের প্যানেল এবং অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ৪৬ জনের প্যানেলসহ সর্বমোট তিনটি প্যানেল অনুমোদন।

২। সহকারী পরিচালক (গ্রেড-০৯) এর প্যানেল থেকে মেধাক্রম অনুসারে কাউন্সিলের শূন্য পদে নিয়োগপপত্র জারি করা হবে। অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) এবং অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) এর প্যানেল থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭.০৩.১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের সম(বিধি-১) এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৬(৫০০) নম্বর স্মারকের পরিপত্র অনুযায়ী সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরীতে সরাসরি নিয়োগে বিদ্যমান কোটার পদ্ধতি এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ০৫.০৬.২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭০.২২.০১৬.১৫-১৫২ নম্বর স্মারকের পরিপত্র এর পরিশিষ্ট-ক এর আলোকে জেলার সর্বশেষ জনসংখ্যার শতকরা হারের ভিত্তিতে জেলা-ওয়ারী কোটায় পদ বন্টনের জন্য প্রস্তুতকৃত বিভাগ-ওয়ারী তালিকা ও কোটাওয়ারী তালিকা থেকে কাউন্সিলের উল্লিখিত দুইটি ক্যাটাগরির শূন্য পদে নিয়োগপত্র জারিকরণ।

৩। অনুমোদিত প্রতিটি প্যানেলের মেয়াদ হবে কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী জারির তারিখ থেকে পরবর্তী এক বছর।

৪। কাউন্সিলের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য অনুমোদিত প্রতিটি প্যানেল থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের বরাবর নিয়োগপত্র জারি করা হবে এবং নিয়োগপত্রে চাকরিতে যোগদানের জন্য সময়সীমা নির্ধারিত হবে নিয়োগপত্র জারির তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ (একুশ) কার্যদিবস।

৫। নিয়োগপত্র জারির তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে কোনো প্রার্থী যোগদান করতে অসমর্থ হলে উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর সহকারী পরিচালক (গ্রেড-০৯) পদের জন্য অনুমোদিত প্যানেল থেকে মেধার ক্রমানুসারে এবং অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) এবং অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) পদের জন্য অনুমোদিত প্যানেল থেকে (১৬তম কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণীর পরিশিষ্ট-ক ও খ এর আলোকে) যথাপদ্ধতিতে বিবেচিত তালিকার ক্রমানুসারে পরবর্তী প্রার্থীর বিপরীতে নিয়োগপত্র জারিকরণ।

৬। সহকারী পরিচালক (গ্রেড-০৯) পদে নিয়োগপত্র জারির পূর্বে প্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা হবে। অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) এবং অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) পদে নিয়োগপত্র জারির প্রেক্ষিতে যোগদানের পর প্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্নকরণ।

৭। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ০৩ (তিন)টি ক্যাটাগরির ৩১টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

৮। সামাজিক বিজ্ঞান Discipline Specific/Subject Specific বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন।

৯। কাউন্সিলের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের চতুর্থ বার্ষিক প্রতিবেদনের খসড়া অনুমোদন।

১০। সংশোধিত ও পরিমার্জিত প্রকল্পসমূহ কাউন্সিলের গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করে অনুমোদনের কার্যক্রম গ্রহণ।

১১। কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) এর ০৩টি শূন্য পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরুকরণের নিমিত্ত টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

চিত্র: ১৬তম কাউন্সিল সভা (২৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.১.৩ ১৭তম কাউন্সিল সভা

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ/১২ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ১১:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি)-এর সভাকক্ষে ১৭তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭তম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তাদের অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামসমূহের অ্যাক্রেডিটেশন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে কাউন্সিলের রাজস্ব খাতে ৫(পাঁচ)টি পদ সৃজনের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি অনুমোদন।

২। অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের জন্য প্রস্তাবিত তালিকার ৭ জন প্রফেসরকে Academic Auditor হিসাবে নির্বাচন।

৩। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এবং Asia Pacific Quality Network (APQN) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) ঘটনাত্তোর অনুমোদন।

৪। ফার্মাসি Discipline Specific/Subject Specific বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন।

৫। কাউন্সিলের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট টাকা ৮,৮৫,৯২,০০০.০০ (আট কোটি পঁচাশি লক্ষ বিরানব্বই হাজার মাত্র) ও আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট টাকা ১১,৮১,৯৭,০০০.০০ (এগারো কোটি একাশি লক্ষ সাতানব্বই হাজার মাত্র) অনুমোদন।

চিত্র: ১৭তম কাউন্সিল সভা (২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

## ৫.২ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং সেমিনার

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি, উদ্দীপনা সৃজনসহ অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের উন্নয়ন, বিস্তার, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনকে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০১৭ এ কাউন্সিলের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কাউন্সিল ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ১০টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে। এতে মোট ৮৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ-কর্মশালা কার্যক্রমসমূহ এবং এসব প্রশিক্ষণ-কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সারণি ১ এ উপস্থাপন করা হলো:

**সারণি ১: বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ-কর্মশালাসমূহে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা**

| ক্রমিক | প্রশিক্ষণ/কর্মশালা'র শিরোনাম | সংখ্যা | ব্যাপ্তি (দিন) | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | আইকিউএসি'র (IQAC) সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ | ০২ | ২৪ | ৪৪ |
| ২. | বিএনকিউএফ প্রতিপালন বিষয়ে কর্মশালা | ০২ | ০২ | ৪৯ |
| ৩. | বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বিএনকিউএফ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক কর্মশালা | ০২ | ০২ | ৪৮ |
| ৪. | General Education: Concepts, Significance and Selection of Courses বিষয়ক কর্মশালা | ০২ | ০২ | ৩১ |
| ৫. | শিখনফল ভিত্তিক (Outcome based) কারিকুলাম প্রণয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ | ০২ | ০৪ | ৩৫ |
| ৬. | ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা | ০২ | ০২ | ৪৯ |

| ক্রমিক | প্রশিক্ষণ/কর্মশালা'র শিরোনাম | সংখ্যা | ব্যাপ্তি (দিন) | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ৭. | কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ০৩ | ০১ | ৫০ |
| ৮. | অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড ও নির্ণায়ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ০২ | ০১ | ৪২ |
| ৯. | উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা | ০৩ | ০১ | ৪২২ |
| ১০. | অ্যাকাডেমিক অডিটরগণের প্রশিক্ষণ | ০৩ | ০২ | ৬০ |
| | | মোট অংশগ্রহণকারী | | ৮৩০ |

### ৫.২.১ Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বিএনকিউএফ বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সক্ষম আইকিউএসি থাকা অত্যন্ত জরুরি। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সকল প্রোগ্রামের কারিকুলামের উন্নয়ন, শিক্ষণ-শিখন নির্ধারণ ও যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিগ্রহণ, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, অব্যাহত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদিতে নেতৃত্বদানে আইকিউএসিকে সক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১২ দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ২টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। উক্ত অর্থবছরে আয়োজিত প্রথম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৮ জন ও দ্বিতীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২৬ জন আইকিউএসি'র পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আইকিউএসি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি আইকিউএসির কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব ধারণা অর্জন করেছেন।

চিত্র: আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ (১৬ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.২.২ 'উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন' শীর্ষক কর্মশালা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও উচ্চ শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ধারা ১৫(২) এর আলোকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন কাউন্সিলের অন্যতম প্রধান কাজ। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশীজনদের জন্য এ প্রমিত শিক্ষাকাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন নির্দেশনার সাথে সুপরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে 'উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন' শীর্ষক ২টি কর্মশালার আয়োজন করেছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন স্তরের ৪৯ জন শিক্ষক এতে অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীগণ বিএনকিউএফ এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রভিশনস সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। বিএনকিউএফ প্রতিপালন কৌশল ও এর বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণ সম্পর্কে ফলপ্রসূ প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে এ কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

চিত্র: বিএনকিউএফ প্রতিপালন বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ (১০ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.২.৩ 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বিএনকিউএফ বাস্তবায়ন অগ্রগতি' বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৭ এর ধারা ১৫(২) এর আলোকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন কাউন্সিলের অন্যতম প্রধান কাজ। উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যগণের নেতৃত্বেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন হচ্ছে। ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই কাউন্সিল ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং তাঁদের প্রতিনিধিগণের জন্য বিএনকিউএফ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে ২টি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালাগুলোতে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং তাঁদের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী, সদস্য (সাবেক), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। ২টি কর্মশালায় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে মোট ৪৮ জন অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বিএনকিউএফ বাস্তবায়নের অগ্রগতি' বিষয়ক কর্মশালা (৩০ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.২.৪ 'General Education: Concept, Significance and Selection of Courses' বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএনকিউএফ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। বহুমূখী শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে সক্ষম চৌকশ গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে হলে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ডিসিপ্লিনের সাথে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব উপলব্দি করে বিএনকিউএফ-এ জিইডি কোর্সসমূহ কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশনা রয়েছে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান প্রোগ্রামসমূহে জিইডি কোর্সসমূহের বাছাইকরণ, অন্তর্ভুক্তি এবং বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে অংশীজনদের অবহিতকরণের জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল 'General Education: Concepts, Significance and Selection of Courses' বিষয়ে ২টি কর্মশালার আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: 'General Education: Concept, Significance and Selection of Courses' বিষয়ক কর্মশালা (২৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.২.৫ 'ফলাফল ভিত্তিক (Outcome-based) কারিকুলাম প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালা

উচ্চ শিক্ষাকে প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক-এ Outcome-based কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের পরিবর্তনশীল চাহিদার আলোকে শিক্ষা কাঠামোকে নিয়ত পুনর্বিন্যাসের জন্য OBE কারিকুলামের গুরুত্ব, কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। তাই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে এ কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে দক্ষ করার জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল শিখনফল ভিত্তিক (Outcome based) কারিকুলাম প্রণয়ন শীর্ষক ২টি কর্মশালার আয়োজন করে। ২ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালায় বিএনকিউএফ এর নির্দেশনাসমূহের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এ সংক্রান্ত টেমপ্লেট ব্যবহার করে কারিকুলাম প্রণয়ন কৌশল হাতে-কলমে শেখানো হয়েছে।

চিত্র: 'ফলাফল ভিত্তিক (Outcome based) কারিকুলাম প্রণয়ন' শীর্ষক ২টি কর্মশালার চিত্রাংশ (১৪ আগস্ট ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এবং ৯ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.২.৬ 'ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন' শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) এর আলোকে OBE (Outcome-based Education) এর যে দিক-নির্দেশনা রয়েছে তার ফলপ্রসূতা নির্ভর করে যথাযথ শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর। প্রচলিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির সংস্কার ও Learning Outcome ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকগণকে দক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্য বিএসি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকগণকে নিয়ে ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন শীর্ষক ২টি কর্মশালার আয়োজন করেছে। এতে ৪৯ জন অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য রিসোর্স পারসনগণ তাত্ত্বিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে এসকল কর্মশালাসমূহ পরিচালনা করেন।

চিত্র: 'ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন' শীর্ষক কর্মশালা (১১ ও ১৩ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.২.৭ উচ্চ শিক্ষায় 'কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে অবগত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের নিয়ে ৩টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণগুলোতে Center for Academic Partnerships and Engagement (CAPE) এর নির্বাহী পরিচালক Dr. Rozilini M Fernandez-Chung, Associate Professor at the School of Education, University of Nottingham, Malaysia সহ ৩ জন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: 'কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন' বিষয়ে প্রশিক্ষণের খণ্ডচিত্র (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ও ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.২.৮ 'অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড ও নির্ণায়ক' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অ্যাক্রেডিটেশন বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষম মানদণ্ড থাকা জরুরি। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সকল প্রোগ্রামের কারিকুলামের উন্নয়ন, শিক্ষণ-শিখন নির্ধারণ ও যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিগ্রহণ, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, অব্যাহত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদিতে নেতৃত্বদানে Institutional Quality

Assurance Cell(IQAC)-কে সক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ জন শিক্ষকদের জন্য ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড ও নির্ণায়ক কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব ধারণা অর্জন করেছে।

চিত্র: 'অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড ও নির্ণায়ক' বিষয়ক প্রশিক্ষণে সেশন চলাকালীন সময়ের স্থিরচিত্র (৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ও ১০ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.২.৯ 'উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ' কর্মশালা

বাংলাদেশে প্রমিতমানের শিক্ষা কাঠামো বাস্তবায়ন এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের কার্যক্রম তুলনামূলক নতুন হওয়ায় বিএনকিউএফ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ন্যূনতম মান অর্জন এবং অর্জিত মানের স্বীকৃতির জন্য অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজনদের প্রণোদিত ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অন্যতম দায়িত্ব। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দেশের ৩টি অঞ্চলের (কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ ও রংপুর) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে ৩টি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, আইকিউএসি এর পরিচালক, ডিন, সকল ইনস্টিটিউট এর পরিচালক, PSAC সদস্যবৃন্দ ও বিভাগীয় প্রধানগণসহ বিভিন্ন সরকারি কলেজ ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় শিক্ষক ও অ্যাকাডেমিক লিডারদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃজনসহ অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের উন্নয়ন, বিস্তার ও গতিপ্রকৃতি আলোচিত হয়। আয়োজিত ৩টি কর্মশালায় সর্বমোট ৪২২ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: কুমিল্লা অঞ্চলে 'উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ' কর্মশালা (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্র: রংপুর অঞ্চলে 'উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ' কর্মশালা (২৮ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্র: সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে 'উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ' কর্মশালা (২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.২.১০ অ্যাকাডেমিক অডিটরগণের প্রশিক্ষণ

অ্যাক্রেডিটেশন কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এ পর্যন্ত ৬১ জন যোগ্যতা সম্পন্ন অ্যাকাডেমিক অডিটর নির্বাচন করেছে । অ্যাকাডেমিক অডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত করার লক্ষ্যে কাউন্সিল ইতোমধ্যে ২ দিন ব্যাপী ৩টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে । সর্বমোট ৬০ জন অ্যাকাডেমিক অডিটর প্রশিক্ষণসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন (পরিশিষ্ট-ক)।

চিত্র: অ্যাকাডেমিক অডিটরগণের প্রশিক্ষণের একাংশের স্থিরচিত্র (২৬-২৭ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.২.১১ কাউন্সিলের কার্যক্রমের বিস্তার সংক্রান্ত সেমিনার

কাউন্সিলের কার্যক্রমকে সর্বাত্মক ও সফলভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণ করে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই আলোকে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে 'Quality Assurance and Accreditation: A New Initiative in Higher Education' বিষয়ে ৪টি সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি, বিশিষ্ট সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

৫-৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ কাউন্সিল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারসমূহে কি-নোট পেপার উপস্থাপন করেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস. এম কবীর। উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব পরিচালনা করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। এ সেমিনারসমূহে সর্বমোট ৭৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

আলোচকগণ দেশের উচ্চ শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া ইন্ড্রাস্ট্রি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোলাবোরেশনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচকবৃন্দ কাউন্সিলের কার্যক্রম গতিশীল করার বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন। কাউন্সিলকে বিএনকিউএফ বাস্তবায়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমকে আইনি বাধ্যবাধকতায় আনয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

### ৫.২.১২ কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনার

শিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষ অর্জনে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ 'S.N. Bose Centre: Innovation, Research and Education-Journey Towards Excellence' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করে। ভারতের S.N. Bose Centre এর পরিচালক ড. তনুশ্রী সাহা দাশগুপ্তা এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS) এর চেয়ারপারসন প্রফেসর ড. ইন্দ্রা দাশগুপ্তা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুপ্রিয়া সাহা। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এ সেমিনার সঞ্চালনা করেন। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এবং বিএসির কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা ও গবেষণার

উন্নয়ন মডেল হিসেবে S.N. Bose Centre এর সাফল্য, অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা ও ব্যতিক্রমধর্মী আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বাস্তব জ্ঞান লাভ করেন।

চিত্র: 'S.N. Bose Centre: Innovation, Research and Education-Journey Towards Excellence' বিষয়ক সেমিনার (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

## ৫.৩ অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা

যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পর্যায়ক্রমিক ভাবে Workshop on Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence শিরোনামে অ্যাক্রেডিটেশন আবেদনের প্রস্তুতিমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা; ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা; প্রাইম ইউনির্ভাসিটি,ঢাকা; খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; চট্টগ্রাম ভেটেরেনারি ও এ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি, চট্টগ্রাম; সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম; প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম; আর্ন্তজাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম; ইউনির্ভাসিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগাং, চট্টগ্রাম; চিটাগাং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনির্ভাসিটি, চট্টগ্রাম; বরেন্দ্র ইউনির্ভাসিটি,রাজশাহী; এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, রাজশাহী; নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি, রাজশাহী) কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালাসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, বিভাগীয় প্রধান, রেজিস্ট্রার, ট্রেজারারসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম

পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগাং, চট্টগ্রাম

চিত্র: অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা

### ৫.৪ অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় (Intent to Apply)

অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে ২১টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোট ১৫৯টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করে (পরিশিষ্ট-খ)।

### ৫.৫ অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে আবেদন দাখিল

অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে ৩টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোট ৮টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন দাখিল করে (পরিশিষ্ট-গ)।

চিত্র: অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (২১ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ কর্তৃক অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন দাখিল

### ৫.৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় (সরকার) এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন

কাউন্সিলের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে (যেমন: উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন; অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড প্রতিপালনে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা অর্জন; উচ্চ শিক্ষায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে সমাধানের পথ অনুসন্ধান, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সিসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন; কাউন্সিলের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ) সে অনুসারে কাজ সম্পন্ন করেছে এবং অধিকতর উন্নতির জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার ব্যাপারে বদ্ধ পরিকর।

### ৫.৭ গবেষণা কার্যক্রম

দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এবং অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি' রয়েছে। গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ অনুসরণক্রমে কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ নিয়মিত সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্রতি অর্থবছরে কাউন্সিলের অর্থায়নে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার সুপারিশ করে থাকে। প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর এবং সর্বোচ্চ বাজেট ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা।

চিত্র: গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভা (১৯ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

#### ৫.৭.১. গবেষণা প্রকল্প ২০২২-২০২৩

'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২' অনুসারে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৯টি গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। ৯টি গবেষণা প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত হয়, তবে কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্যগণের পদসমূহ শূন্য থাকায় গবেষণা প্রকল্পগুলোর চূড়ান্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। ফলশ্রুতিতে ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালার (Research Project Presentation Workshop, 2022-2023) আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ৯টি গবেষণা প্রকল্পের মুখ্য গবেষকগণ পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ গবেষণা প্রকল্প উপস্থাপন করেন। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত অনুসারে মুখ্য গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা প্রকল্পগুলো সংশোধন, সংযোজন এবং পরিমার্জন করে

পুনরায় দাখিল করেন। 'গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি' দাখিলকৃত প্রতিবেদন নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে এবং ৯টি গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report) সন্তোষজনক হিসেবে গৃহিত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত গবেষণা প্রকল্পের 'Proceedings of the Workshop on Research Project, 2022-2023' প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

চিত্র: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অর্থায়নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং সমাপ্ত ০৯টি গবেষণা প্রকল্পের 'চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন' সংক্রান্ত কর্মশালায় উপস্থিত কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্যগণ, পরিচালক, উপপরিচালক এবং গবেষণা প্রকল্পসমূহের মুখ্য গবেষকগণ (২০ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.৭.২. গবেষণা প্রকল্প ২০২৩-২০২৪

'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২' মোতাবেক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (১০ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. তারিখ) ৯১টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া যায়। গবেষণা প্রস্তাবগুলো ডাবল-ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ পদ্ধতি অনুসরণক্রমে সম্মানিত মূল্যায়নকারীগণ কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নকারীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় নিয়ে ১১ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালার (Review Workshop on Research Proposal, 2023-24) আয়োজন করা হয়। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত অনুসারে মুখ্য গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা প্রস্তাব সংশোধন, সংযোজন এবং পরিমার্জন করে পুনরায় দাখিল করেন। 'গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি' দাখিলকৃত গবেষণা প্রস্তাবনা নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে এবং ১৭তম কাউন্সিল সভায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নয় (৯টি) গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে নয় (৯টি) গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঘ)।

চিত্র: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থিত কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্যগণ, আমন্ত্রিত মূল্যায়নকারী, পরিচালক, উপপরিচালক এবং গবেষণা প্রকল্পের মুখ্য গবেষকগণ (১১ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন নয় (৯টি) গবেষণা প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২৯ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে 'গবেষণা প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি এক দিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মুখ্য আলোচক এবং মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য জনাব ইসতিয়াক আহমদ, প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলম, প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা এবং প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর। এছাড়াও কাউন্সিল সচিব, পরিচালক এবং উপপরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিভাগের উপপরিচালক জনাব ফারজানা শারমিন এবং র‍্যাপোটিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল আলীম এবং সহকারী পরিচালক জনাব মৃদুল বনিক। কর্মশালায় বিভাগের সহকারী পরিচালক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: 'গবেষণা প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক কর্মশালা (২৯ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.৭.৩. গবেষণা প্রকল্প ২০২৪-২০২৫

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১২৫টি গবেষণা প্রস্তাব জমা পড়ে। 'গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সম্মানিত সদস্যগণ কাউন্সিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাব সমূহের সামঞ্জস্যতা প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করেন। গবেষণা প্রস্তাবনার শিরোনাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে ক্ষেত্রসমূহ (Research area) নির্ধারণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী মূল্যায়নকারীর তালিকা (Reviewer's Panel) হালনাগাদ করা হয়। প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব ডাবল-ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ পদ্ধতি অনুসরণক্রমে কাউন্সিলের অনুমোদিত Scoring Guideline অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং প্রাপ্ত স্কোর বিবেচনায় নিয়ে 'গবেষণা নীতিমালা, ২০২২' মোতাবেক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ছয় (৬)টি গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

## ৫.৮ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন এজেন্সিসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপন

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ১০ (ছ) ধারায় আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশন এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। কাউন্সিল এ লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের নিজস্ব রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

### ৫.৮.১. আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সভায় অংশগ্রহণ

#### ৫.৮.১.১ APQN Annual Academic Conference (AAC) and Annual General Meeting (AGM), 2023

২ থেকে ৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ ঢাকাস্থ AIUB ক্যাম্পাসে Asia Pacific Quality Network (APQN)-এর 'Annual Academic Conference (AAC) and Annual General Meeting (AGM), 2023' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্যগণ, সচিব এবং বহিঃসম্পর্ক, গবেষণা, মানদণ্ড ও প্রকাশনা বিভাগের উপপরিচালক অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি 'Digital Quality Assurance and Journey to Quality Enhancement: The Future of Universities' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ কনফারেন্সের সমাপনী অনুষ্ঠান এবং APQN-এর AGM, 2023 সভা অনুষ্ঠিত হয়।

#### ৫.৮.১.২ International Partner Forum, 2024

১৬ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে (Zoom Meeting) যুক্তরাজ্যের Quality Assurance Agency (QAA), UK কর্তৃক একটি 'International Partner Forum, 2024' আয়োজন করা হয়। উক্ত ফোরামের আলোচ্য বিষয় ছিল 'Transnational Education (TNE)'. ফোরামটি পরিচালনা করেন QAA এর Mr. Eduardo Ramos, Director of International and Professional Services and Ms. Shannon Stowers, International Relations Manager. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পক্ষে ফোরামটিতে অংশগ্রহণ করেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, পূর্ণকালীন সদস্য জনাব ইসতিয়াক আহমদ, প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা, প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর এবং বহিঃসর্ম্পক, গবেষণা, মানদণ্ড ও প্রকাশনা বিভাগের উপপরিচালক জনাব ফারজানা শারমিন।

#### ৫.৮.১.৩ Meeting between BAC and QAA, UK

২০ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এবং যুক্তরাজ্যের Quality Assurance Agency (QAA), UK এর মধ্যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে (Microsoft Teams) একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায়

যুক্তরাজ্যের QAA বাংলাদেশ সংক্রান্ত 'Country Report Bangladesh, January 2024' এর খসড়া উপস্থাপন করে। QAA এর Mr. Eduardo Ramos, Director of International and Professional Services and Ms. Shannon Stowers, International Relations Manager এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্যগণ এবং বহি:সম্পর্ক, গবেষণা, মানদণ্ড ও প্রকাশনা বিভাগের উপপরিচালক উপস্থিত ছিলেন। কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্যগণ 'Country Report' এ উপস্থাপিত বাংলাদেশ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংশোধন, সংযোজন এবং পরিমার্জন করার পরামর্শ প্রদান করেন। QAA বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

### ৫.৮.১.৪ Other International Conference

আয়োজক সংস্থার আমন্ত্রণে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ১১ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ Aligarh Muslim University, India কর্তৃক আয়োজিত একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন (Indo-US APJAK STEM Education and Research Center). এছাড়াও কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা ১৯ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ 22nd Conference of Science Council of Asia (SCA), South Korea তে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: Aligarh Muslim University, India কর্তৃক আয়োজিত একটি সম্মেলনে Quality Assurance and Accreditation বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করছেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ (১১-১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

## ৫.৮.২ আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সিসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ১০(ছ) ধারায় আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সির সাথে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding, MoU) এবং সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

### ৫.৮.২.১ BAC এবং APQN এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত APQN 'Annual Academic Conference (AAC) and Annual General Meeting (AGM), 2023' এর সমাপনী দিনে BAC এবং APQN এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding, MoU) স্বাক্ষরিত হয়। BAC এর পক্ষে চেয়ারম্যান Professor Dr. Mesbahuddin Ahmed এবং APQN এর পক্ষে Vice President Dr. Galina Motova (Russia) MoU স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য যথাক্রমে Mr. Istiaque Ahmed, Professor Dr. Md. Golam Shahi Alam, Professor Dr. Gulshan Ara Latifa, Professor Dr. S. M. Kabir, কাউন্সিলের সচিব Professor A. K. M. Monirul Islam এবং উপপরিচালক Ms. Farzana Sharmin উপস্থিত ছিলেন। APQN এর পক্ষে APQN Board Members এবং APQR এর প্রতিনিধিগণ Professor Dr. Jianxin Zhang (Chairperson); Dr. Jagannath Patil (Co-chairperson); Ms. Liu Pingping (Secretary), এবং Dr. Le Fang (the Secretariat administrator) উপস্থিত ছিলেন। MoU স্বাক্ষরের ফলে Quality Assurance and Accreditation বিষয়ে APQN থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হবে। এছাড়াও BAC এর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গুণমান নিশ্চিতকরণ, বর্ধিতকরণ এবং স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য ও মতামত বিনিময় সহজতর হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ২০১৯ সাল থেকে Asia Pacific Quality Network (APQN) এর ইন্টারমিডিয়েট সদস্য। APQN ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সর্ববৃহৎ সংস্থা, যারা এ অঞ্চলের Quality Assurance Agency সমূহের অগ্রগতি, প্রচার-প্রচারণা, Quality Assurance নিশ্চিতকরণ এবং অনুশীলনে কাজ করে যাচ্ছে। APQN এর সদর দপ্তর Shanghai, China তে অবস্থিত এবং এর সদস্য সংখ্যা ২৫৩টি।

চিত্র: APQN 'Annual Academic Conference (AAC) and Annual General Meeting (AGM), 2023' এ প্রধান অতিথি এবং Keynote speaker হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান Professor Dr. Mesbahuddin Ahmed (২-৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্র: BAC এবং APQN এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding, MoU) স্বাক্ষর। BAC এর পক্ষে চেয়ারম্যান Professor Dr. Mesbahuddin Ahmed এবং APQN এর পক্ষে Vice President Professor Dr. Galina Motova (Russia) MoU স্বাক্ষর করেন (৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৫.৮.২.২ BAC এবং NCPA এর মধ্যে সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর

২১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এবং রাশিয়ার National Centre for Public Accreditation (NCPA) এর মধ্যে Memorandum of Cooperation (MoC) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পক্ষে চেয়ারম্যান Professor Dr. Mesbahuddin Ahmed এবং NCPA এর পক্ষে Director Professor Dr. Galina Motova (Russia) MoC স্বাক্ষর করেন। NCPA ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত অলাভজনক সংস্থা, যা রাশিয়ায় উচ্চ শিক্ষার Accreditation প্রদান করে থাকে। Memorandum of Cooperation (MoC) স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল NCPA থেকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন এবং Accreditation এর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন, কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স (QA) প্রফেশনাল বিনিময়, প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং Accreditation সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করবে।

### ৫.৮.২.৩ BAC এবং ACE এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২৫ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এবং ইন্দোনেশিয়ার Accreditation Council for Education (ACE) এর মধ্যে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পক্ষে চেয়ারম্যান Professor Dr. Mesbahuddin Ahmed এবং ACE এর পক্ষে General Chairperson Professor Dr. Muchlas Samani (Idonesia) MoU স্বাক্ষর করেন। ACE একটি স্বাধীন Accreditation প্রদানকারী সংস্থা যা ইন্দোনেশিয়ায় শিক্ষামূলক অধ্যয়ন প্রোগ্রামগুলিতে Accreditation পরিষেবা প্রদান করে। Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ACE থেকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন, Accreditation এর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং Annual Conference এ অংশগ্রহণ করতে পারবে।

### ৫.৮.২.৪ BAC এবং IAAR এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

৩০ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এবং কাজাখাস্তানের Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR) -এর মধ্যে একটি Memorandum of Understanding (MoU)

স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পক্ষে চেয়ারম্যান Professor Dr. Mesbahuddin Ahmed এবং IAAR -এর পক্ষে Dr. Zhumagulova, General Director (Kazakhstan) MoU স্বাক্ষর করেন। IAAR হচ্ছে একটি স্বাধীন Accreditation প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা যা Kazakhstan ও অন্যান্য দেশে আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষামূলক অধ্যয়ন ও প্রোগ্রামগুলোতে স্বীকৃতি পরিষেবা প্রদান করে থাকে। এই সংস্থা শিক্ষার গুণগতমানের নিশ্চয়তার জন্য ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

### ৫.৯ গ্রন্থাগার

কাউন্সিলের গ্রন্থাগার জ্ঞান চর্চার সূতিকাগার হিসেবে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে যুক্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। গ্রন্থাগারের এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতি বছর গ্রন্থাগারে নতুন গ্রন্থাদি ক্রয় ও সংরক্ষণ করা হয়। গ্রন্থাগারে অ্যাক্রেডিটেশন, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, গবেষণা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রকাশনা এবং অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বেশ কিছু গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাউন্সিলের গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নব সৃজিত সহকারী গ্রন্থাগারিক ও ক্যাটালগারের পদসমূহে ইতোমধ্যে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২৯৫টি। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ক্যাটাগরির গ্রন্থ সংরক্ষণ করা হয়েছে; তন্মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ২৬৮টি গ্রন্থ, আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ ১১৭টি, বাংলা ও ইংরেজি ২৮টি ডিকশনারি। গ্রন্থাগারে রয়েছে ৩৫টি সাময়িকী। এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত, ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত, বাংলাদেশের ইতিহাস সংক্রান্ত এবং ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত গ্রন্থ রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ম্যাগাজিন, প্রস্পেক্টাস ও রিপোর্ট রয়েছে। পাশাপাশি অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা সংগৃহিত আছে। এছাড়াও কাউন্সিলের অর্থায়নে বাস্তবায়িত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৯টি গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১২৮টি গ্রন্থ ক্রয় করা হয়েছে।

### ৫.১০ ডায়ারি ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার মুদ্রণ

২০২৪ সালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল থেকে ১১৫০ কপি ডায়ারি মুদ্রণ করা হয়, যা কাউন্সিল থেকে প্রকাশিত চতুর্থ ডায়ারি।

২০২৪ সালে ১১৫০ কপি ডেস্ক ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করা হয়। ডেস্ক ক্যালেন্ডারে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্যসমূহের স্থিরচিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাউন্সিল থেকে মুদ্রণকৃত ২০২৪ সালের ডায়ারি ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থা, দেশের পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে।

## ৫.১১ আলোকচিত্রে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

চিত্র: Meet professor Dr Mesbahuddin Ahmed, a distinguished physicist and the chairman of the Bangladesh Accreditation Council, representing at the Going Global Conference, 2023

চিত্র: চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত Physics for Substainable Development and Technology বিষয়ে ৫ম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ (৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্র: APQN এবং BAC এর মধ্যে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা (৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্র: APQN Annual Academic Conference (AAC) and Annual General Meeting (AGM), ২০২৩ এ আমন্ত্রিত দেশি-বিদেশি অতিথিবৃন্দ (২ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্র: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মশালায় আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন

কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম (২৯ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্র: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সাথে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর অ্যাক্রেডিটেশন প্রস্তুতি বিষয়ক আলোচনা সভা(২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্র: চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence' বিষয়ক কর্মশালা (১১ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্রঃ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ এর আওতায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ কাউন্সিলের উপপরিচালক জনাব ফারজানা শারমিন পিএইচডি-কে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

## ৬. কাউন্সিলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বিধায় এর সকল প্রকার প্রশাসনিক ক্রয় ও অন্যান্য সকল প্রকার আর্থিক ব্যয় সরকারি নিয়মানুসারে করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে যে সকল কার্য সম্পাদন করা হয় তা তুলে ধরা হলো:

### ৬.১ অফিস ডেকোরেশন

১ মিন্টো রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০ ঠিকানাস্থ বিএসএল অফিস কমপেক্স-২ এর তৃতীয় তলার ব্লক সি'তে কাউন্সিল অনুমোদিত নকশা অনুসারে সভাকক্ষ ও লাইব্রেরি কক্ষের পার্টিশন নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ RFQ পদ্ধতিতে ৫,৯৮,৬৪১.০০ (পাঁচ লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত একচল্লিশ) টাকায় সম্পাদন করা হয়।

### ৬.২ কাউন্সিলে সরাসরি যোগদানকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কাউন্সিলের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী কাউন্সিলের সরাসরি নিয়োগযোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ৫ ও ৬ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে "Government Rules and Regulations Related to Service" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৫ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কাউন্সিলের ১০(দশ) জন কর্মকর্তা (গ্রেড-০৬ থেকে গ্রেড-১১) এবং ৬ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কাউন্সিলের ২৮(আটাশ) জন কর্মচারী (গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০) অংশগ্রহণ করেন। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ উল্লিখিত প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন।

চিত্র: 'Government Rules and Regulations Related to Service' শীর্ষক প্রশিক্ষণ (গ্রেড ৬-১১) (৫ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্রঃ 'Government Rules and Regulations Related to Service' শীর্ষক প্রশিক্ষণ (গ্রেড ১৩-২০) (৬ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

## ৬.৩ কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে নবযোগদানকৃত ৯ (নয়) জন সহকারী পরিচালকের জন্য ২৪ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ থেকে ১৪ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত ২১ (একুশ) দিন মেয়াদে বাংলাদেশ লোক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-তে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। ২৪ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ রোজ সোমবার বিপিএটিসির রেক্টর জনাব সাঈদ মাহবুব খান প্রশিক্ষণ কোর্সটির শুভ উদ্বোধন করেন। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিল কাউন্সিল সচিব প্রফেসর এ. কে. এম মুনিরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ স্টাডিস, প্রশাসনিক বিধি বিধান, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক আচরণ, অফিস ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি, সাম্প্রতিক বিষয়াবলি, শৃঙ্খলা ও উপস্থিতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণকে সম্যক ধারণা প্রদান করা হবে। উল্লিখিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সটি পরিচালনার জন্য বিপিএটিসি কর্তৃক ১৩,১৪,৭৭৫.০০ তেরো লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশত পঁচাত্তর মাত্র) টাকার একটি ব্যয় প্রস্তাব কাউন্সিলে প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রশিক্ষণ শেষে যথাপদ্ধতিতে সমন্বয় করা হবে।

চিত্র: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ০৯ জন সহকারী পরিচালকের বাংলাদেশ লোক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ (২৪ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

## ৬.৪ অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও ক্রয়

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কাউন্সিলের অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ ও ক্রয় খাতে মোট বরাদ্দ ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে কাউন্সিলের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং অতিথিদের নামাজ আদায়ের জন্য কার্পেট, মাদুর ও জায়নামাজ বাবদ ১২,০৯৩.০০ (বারো হাজার তিরানব্বই) টাকা, কাউন্সিলের দাপ্তরিক কাজে এবং কাউন্সিলে আগত দেশি-বিদেশি অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য ক্রোকারিজ বাবদ যথাক্রমে ২৪,০০০.০০ (চব্বিশ হাজার) টাকা ও ৬,০৬০.০০ (ছয় হাজার ষাট) টাকা ব্যয় করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্য (প্রশাসন) এর দপ্তরে ২২,২১১.০০ (বাইশ হাজার দুইশত এগারো) টাকা ব্যয়ে PA Set সংযোগ প্রদান করা হয়। কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের জন্য ২৫টি তোয়ালে, ৩টি কলিং-বেল ও ৩টি দেয়াল ঘড়ি বাবদ ২৪,৮৫০.০০ (চব্বিশ হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা, কাউন্সিল প্রশাসনের দপ্তরের আলমারির গ্লাস ফিটিংস বাবদ ৩,৫৮৮.০০ (তিন হাজার পাঁচশত আটাশি) টাকা; টেলিফোন সেট ক্রয় ও লাইন আলাদাকরণ (সার্ভার কক্ষ) বাবদ ২৪,৭০০.০০ (চব্বিশ হাজার সাতশত) টাকা; কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য ও সচিব এর জন্য OTM পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত ৫টি টিভি স্থাপনের কিট ক্রয় বাবদ ৯,৫৫০.০০ (নয় হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা এবং কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য (বহিঃসম্পর্ক, গবেষণা, মানদণ্ড ও প্রকাশনা) এর ওয়াশরুম সংস্কারকরণ বাবদ ১৭,৪১৭.০০ (সতেরো হাজার চারশত সতেরো) টাকা,ক্রোকারিজ বাবদ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার), পর্দা ক্রয় বাবদ ১,৯৪,০৪০.০০(এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার চল্লিশ) টাকা, ইলেকট্রিক কেটলি ক্রয় বাবদ ৬,৫১৯/- (ছয় হাজার পাঁচশত উনিশ), তোয়ালে, কলিংবেল ও ঘড়ি বাবদ ২৪,৮৫০/- (চব্বিশ হাজার আটশত পঞ্চাশ), আলমারির আয়না, লক ক্লিপ ও মজুরি বাবদ ৩,৫৮৮/- (তিন হাজার পাঁচশত আটাশি) ব্যয় হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় ও সংগ্রহ খাতে সর্বমোট টাকা ১০,৪৪,১৫৮.০০/- (দশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার একশত আটান্ন) ব্যয় হয়েছে।

### ৬.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংগ্রহ

#### ৬.৫.১ সফট্ওয়্যার ও ডাটাবেজ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট হোস্টিং (Cloud) করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে চুক্তি অনুযায়ী হোস্টিং বাবদ ব্যয় প্রতি মাসে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা। বিটিসিএল থেকে ৫,৭৫০.০০ (পাঁচ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা ব্যয়ে ১০ বছরের জন্য একটি ডোমেইন নিবন্ধন করা হয়েছে। এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল **৫,০০,০০০.০০**(পাঁচ লক্ষ) টাকা যা থেকে ব্যয় ৩৩,৩৮৬.০০ (তেত্রিশ হাজার তিনশত ছিয়াশি) টাকা হয়েছে।

#### ৬.৫.২ কম্পিউটার আনুষঙ্গিক

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রয়োজনে ১৩টি ডেস্কটপ ও ১টি ফটোকপিয়ার ক্রয় করা হয়েছে। এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৫,০০,০০০.০০(পঁচিশ লক্ষ) টাকা যা থেকে মোট ব্যয় হয়েছে ২৪,৩৬,১৫৮.০০(চব্বিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত আটান্ন) টাকা।

### ৬.৬ অফিস আসবাবপত্র ক্রয় ও সংগ্রহ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) এর মাধ্যমে ৬,৯৯,৯৫০.০০ (ছয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকার ১৮টি ট্রেনিং টেবিল, ৪টি ডাইনিং টেবিল, ১৬টি ট্রেনিং চেয়ার, ২৪টি ডাইনিং চেয়ারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়।

### ৬.৭ যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রয়োজনে বিভিন্ন যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত করা হয়েছে। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য ৫টি জিপ ও কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য ১টি মাইক্রোবাসসহ মোট ৬ (ছয়)টি যানবাহন রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এ সকল যানবাহনের বীমা প্রিমিয়াম, মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৪,৬৩,০৭০/-(চৌদ্দ লক্ষ তেষট্টি হাজার সত্তর) টাকা, জ্বালানি বাবদ টাকা ১১,৩২,৪৩৬.২৩/-(এগারো লক্ষ বত্রিশ হাজার চারশত ছত্রিশ টাকা তেইশ পয়সা) । ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত খাতে সর্বমোট টাকা ২৫,৯৫,৫০৬.২৩/-(পঁচিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশত ছয় টাকা তেইশ পয়সা) ব্যয় হয়েছে।

### ৬.৮ পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ (সাধারণ)

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রয়োজনে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত কাউন্সিলের আপ্যায়ন বিল বাবদ টাকা ৩,৪১,৯২৬.০০/-(তিন লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয়শত ছাব্বিশ টাকা), বিদ্যুৎ বিল বাবদ টাকা ৩৬,৪৩০.০০/-(ছত্রিশ হাজার চারশত ত্রিশ টাকা), ইউটিলিটি সেবা বাবদ টাকা ১,৪২,১০০.০০/-(এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার একশত টাকা ), পানি বিল বাবদ টাকা ১৩,৮০৫.০০/-(তেরো হাজার আটশত পাঁচ টাকা), ইন্টারনেট বিল বাবদ টাকা ২,৯৪,৬০০.০০/-(দুই লক্ষ চুরানব্বই হাজার ছয়শত টাকা), ডাক বিল বাবদ টাকা ৩০,১৭০.০০/-(ত্রিশ হাজার একশত সত্তর টাকা), টেলিফোন বিল বাবদ টাকা ৫০,৮৫৪.০০/-(পঞ্চাশ হাজার আটশত চুয়ান্ন টাকা), প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ টাকা ৪,৮৮,৪৬৮.৫০/-(চার লক্ষ আটাশি হাজার চারশত আটষট্টি টাকা পঞ্চাশ পয়সা), বইপত্র ও সাময়িকী বিল বাবদ টাকা ৪,৪৯,৩৯৬.০০/-( চার লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই টাকা ), প্রকাশনা বিল বাবদ টাকা ৪,৪৩,৪০০.০০/-( চার লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশত টাকা) অফিস ভবন ভাড়া বিল বাবদ টাকা ১,৩৭,২০,৬৫০.০০/-(এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা), যাতায়াত বিল বাবদ টাকা ৪০,৪৪৫.০০/-(চল্লিশ হাজার চারশত পঁয়তাল্লিশ), আউটসোর্সিং বাবদ টাকা ৩৪,৯৮,৯৬৬.০০/-(চৌত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শত ছেষট্টি), দৈনিক ভিত্তিক মজুরি বাবদ টাকা ১২,৮৭,৪৭৫.০০/-(বারো লক্ষ সাতাশি হাজার চারশত পঁচাত্তর), ভ্রমণ বিল বাবদ টাকা ৫,৬০,৬৫৬.০০/-(পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার ছয়শত ছাপ্পান্ন),

সম্মানী বাবদ টাকা ৫,১১,৯৬০.০০/-(পাঁচ লক্ষ এগারো হাজার নয়শত ষাট), অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি বাবদ টাকা ২,০৫,০২৫.০০/-(দুই লক্ষ পাঁচ হাজার পঁচিশ), অন্যান্য মনিহারী বাবদ টাকা ৮,৮৬,৪৩৬.০০/-(আট লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশত ছত্রিশ), মুদ্রণ ও বাঁধাই বাবদ ৮,৩৭,০১৩.০০/-(আট লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার তেরো) পোশাক ক্রয় বাবদ ৯৩,৩৯০.০০/-(তিরানব্বই হাজার তিনশত নব্বই), শুদ্ধাচার খাত বাবদ ১,০৬,৬০০.০০/-(এক লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত) সহ সর্বমোট টাকা ২,৪০,৩৯,৭৬৫.০০/- (দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার সাতশত পঁয়ষট্টি) ব্যয় হয়েছে।

### ৬.৯ প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/কনফারেন্স

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে অ্যাক্রেডিটেশন ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সেমিনার/কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ আয়োজন বাবদ ৩৮,৩০,৮২০.০০ (আটত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত বিশ) টাকা এবং সেমিনার/কনফারেন্স আয়োজন বাবদ ২৬,৩৯,৭০১.০০ (ছাব্বিশ লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার সাতশত এক ) টাকা ব্যয় হয়েছে। এ দুই খাতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত ৮৫,০০,০০০.০০ (পঁচাশি লক্ষ) টাকার মধ্যে মোট ৬৪,৭০,৫২১.০০ (চৌষট্টি লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশত একুশ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

### ৬.১০ পণ্য ও সেবা সংগ্রহ (মেরামত ও সংরক্ষণ)

১ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে কাউন্সিলের অফিস ভবন ও স্থাপনা মেরামত বাবদ ৭,২৪,১৫৬.৫৫/-(সাত লক্ষ চব্বিশ হাজার একশত ছাপান্ন টাকা পঞ্চান্ন পয়সা), যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত বাবদ ৪১,৯৮০.০০ (একচল্লিশ হাজার নয়শত আশি) টাকা এবং কম্পিউটার সামগ্রী মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ৯২,৮৭০.০০/-(বিরানব্বই হাজার আটশত সত্তর) টাকা, আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ ১,৭০৮.০০/-(এক হাজার সাতশত আট) টাকা সহ সর্বমোট ৮,৬০,৭১৪.৫৫/- (আট লক্ষ ষাট হাজার সাতশত চৌদ্দ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

### ৬.১১ গবেষণা খাতে ব্যয়

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। এ অর্থবছরে গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত ৪৫,০০,০০০.০০ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকার মধ্যে মোট ৩৬,৮৩,৬১৬.০০ (ছত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার ছয়শত ষোল) টাকা ব্যয় হয়েছে।

### ৬.১২ অন্যান্য খাতে ব্যয়

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ফি (চাঁদা) বাবদ ৬৪,৫১৫.০০/-(চৌষট্টি হাজার পাঁচশত পনেরো), এবং ২৫০০০.০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা বাবদ ব্যয়সহ সর্বমোট ৮৯,৫১৫.০০/- (ঊননব্বই হাজার পাঁচশত পনেরো) টাকা ব্যয় হয়েছে।

### ৬.১৩ ভান্ডার

মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত নির্দেশনা মোতাবেক কাউন্সিল ভান্ডারের কাজ হলো ক্রয় কমিটি ও দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল মজুত রেজিস্ট্রারে (Stock Book) নথিভুক্ত করা; ক্রয়কৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝিয়ে দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে পুরাতন মালামাল বুঝে নেয়া ও পুরাতন/অকেজো মালামাল মজুত রেজিস্ট্রারে (Dead Stock) নথিভুক্ত করা। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের চাহিদাপত্র প্রাপ্তির পর প্রাপ্যতা অনুযায়ী মালামাল বিতরণ করা; ভান্ডার সকল মালামালের যথাযথ মজুদ তদারকি করা এবং কোনো মালামালের মজুত শেষ হওয়ার পূর্বে ক্রয়ের ব্যবস্থা করা; মাস শেষে সকল চাহিদাপত্রের মাধ্যমে বিতরণকৃত মালামালের হিসাব মজুত রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা এবং অবশিষ্ট মালামালের হিসাব (Balance)

নিরূপণ; মালামালের বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ, প্রাক্কলন নির্ধারণ এবং দরপত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সব মালামাল ক্রয়ের ব্যবস্থা করা; চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ, সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কার্যকাল শেষে তাঁদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি জমা নেয়া ও সেগুলোর হিসাব সংরক্ষণ করা; মেরামতকৃত যানবাহনের পুরানো পার্টস জমা নেয়া এবং পুরানো/অকেজো মালামাল মজুত রেজিস্ট্রারে নথিভুক্ত করা; পুরানো/অকেজো মালামাল নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা; কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে আগত দেশি-বিদেশি অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য ক্রয়কৃত স্যুভিনির মজুত ও বিতরণ রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা। ১ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ভান্ডার মজুত ও বিতরণের জন্য আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণে অন্যান্য মনিহারি ব্যয়ে স্টেশনারিজ মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল মালামাল সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

### ৬.১৪ ভান্ডার ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটির ডিজিটাইজেশন

নির্ভুলভাবে স্বল্পতম সময়ে দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে 'বিএসি স্টক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' নামে একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারটি কাউন্সিলের ভান্ডার কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হাসান সৌরভ তৈরি করেন। এই সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে খুব সহজে মোট ক্রয়কৃত মালামাল, বিতরনকৃত মালামাল এবং অবশিষ্ট মালামালের হিসাব করা সম্ভব হবে। এছাড়া খুব সহজে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কী কী মালামাল গ্রহণ করেছেন তা তারিখ, ছবিসহ রিকুইজিশনের সকল তথ্যাদি রিপোর্ট আকারে দেখা যাবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ক্রয়কৃত মালামাল ও তার পরিমাণ ক্রয়মূল্যসহ সকল তথ্যাদি রিপোর্ট আকারে দেখা যাবে। ভবিষ্যতে বিএসির নতুন চাহিদা সৃষ্টি হলে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটিতে নতুন ফিচার সংযোজন করা সম্ভব হবে। প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভান্ডার ব্যবস্থাপনা সময় সাপেক্ষ ও জটিল প্রক্রিয়া । ভান্ডার ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ ও সময় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক এই সফটওয়্যারটি তৈরী করা হয় যা বর্তমানে কাউন্সিলের ভান্ডার কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এই সফটওয়্যার সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি সার্ভার ক্রয় করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নিরবিচ্ছিনভাবে সফটওয়্যারটির সেবা গ্রহন করা যাবে।

চিত্র: ভান্ডার ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটির ডিজিটাইজেশন প্রদর্শন এবং উপস্থাপন (১৪ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৬.১৫ পরিবহন সুবিধা

সরকারের অনুমোদন গ্রহণক্রমে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও চারজন পূর্ণকালীন সদস্যের জন্য ৫টি জিপ গাড়ি এবং কাউন্সিলে কর্মকর্তাদের যাতায়াত ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য ১টি মাইক্রোবাস রয়েছে। কাউন্সিলের টেবিল অব ইকুইপমেন্ট সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকায় এবং গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় সংকোচনের সরকারি নির্দেশনা থাকায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গাড়ি ক্রয় খাতে বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও নতুন গাড়ি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের যাতায়াত ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য ১টি মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে। চুক্তির ভিত্তিতে ভাড়াকৃত মাইক্রোবাস ভাড়া বাবদ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ১২,৯৩,৯৬০.০০/-(বারো লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শত ষাট ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

## ৭. কাউন্সিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বিধায় এর আর্থিক লেনদেন সামগ্রিকভাবে আইন, প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণে পরিচালিত হয়। প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ যথাযথ হিসাবভুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সকল লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পৌনঃপুনিক আয়-ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রাপ্ত বার্ষিক সরকারি আর্থিক মঞ্জুরি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) থেকে প্রাপ্ত এন্ডাউমেন্ট ফান্ড (Endowment Fund)-এর জন্য পৃথকভাবে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কাউন্সিলের হিসাব বিভাগের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। হিসাব পরিচালনার দায়িত্ব সার্বিকভাবে অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগের পরিচালকের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ১৯ (১)-এর উপ-ধারা ২ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত উৎস হতে কাউন্সিল অর্থ গ্রহণ করতে পারবে:

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন থোক বরাদ্দ এবং বার্ষিক আর্থিক মঞ্জুরী;

(খ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং

(গ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা হতে প্রাপ্ত আয়।

### ৭.১ বার্ষিক বাজেট বিবরণী

বাজেট আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ২০ অনুসরণে দুই ধরণের অর্থাৎ পৌনঃপুনিক ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করা কাউন্সিলের দায়িত্ব। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পৌনঃপুনিক বাজেটে কাউন্সিলের সম্ভাব্য বার্ষিক আর্থিক লেনদেন প্রতিফলিত হয়। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে কাউন্সিলের চাহিদা অনুযায়ী যুক্তিনির্ভর চলতি বছরের সংশোধিত এবং পরবর্তী বছরের মূল বাজেট প্রণয়নপূর্বক জুন মাসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব কাউন্সিলের ওপর বর্তায় এবং এ লক্ষ্যে সরকারি সহায়তা গ্রহণের জন্য প্রয়াস চালানো অপরিহার্য। কাউন্সিলের নিজস্ব জমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন সরকারি প্রচলিত পদ্ধতি, নীতিমালা ও নীতি-নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

### ৭.২ অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ

কাউন্সিলের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার আবর্তক অনুদান ৭৩,৭৩৯,৫০০.০০ (সাত কোটি সাইঁত্রিশ লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা এবং মূলধন অনুদান ১৪,০০০,০০০.০০/- (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা সহ মোট ৮৭,৭৩৯,৫০০.০০ (আট কোটি সাতাত্তর লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার পাঁচশত) প্রদান করেছে। কাউন্সিল ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যানবাহন ব্যবহার বাবদ ৪৯,২৯৬.০০/- (ঊনপঞ্চাশ হাজার

দুইশত ছিয়ানব্বই) টাকা আয় করে। এ অর্থবছরে প্রাপ্ত নিট ব্যাংক মুনাফার পরিমান ১,২৭,০৩৪.০০/- (এক লক্ষ সাতাশ হাজার চৌত্রিশ) টাকা, চাকরি ইস্তফা হতে প্রাপ্ত আয় ৯৯,৮০০.০০/- (নিরানব্বই হাজার আটশত) টাকা, পুরাতন মালামাল, দরপত্র বিক্রয় এবং সাবেক কাউন্সিল সচিব ও বর্তমান সচিবের মোবাইল বিল হতে প্রাপ্ত আয় ৫৯,৯৯৫.০০/- (ঊনষাট হাজার নয়শত পঁচানব্বই) টাকা, অ্যাক্রেডিটেশন ফি ১৬,০০,০০০.০০/- (ষোল লক্ষ)টাকা এবং নিয়োগ সম্পর্কিত আয় ৪০,২০০/- (চল্লিশ হাজার দুইশত) টাকাসহ মোট আয় ৮৯,৭১৫,৮২৫.০০/- (আট কোটি সাতানব্বই লক্ষ পনের হাজার আটশত পঁচিশ) টাকা। ব্যয়ের খাতসমূহ হলো (১) বেতন ভাতা, (২) পণ্য ও সেবা, (৩) গবেষণা, (৪) যন্ত্রপাতি, (৫) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, (৬) অন্যান্য মূলধনী ব্যয় (আসবাবপত্র)। খাতওয়ারি ব্যয়সমূহ সারণি-২ এ দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত অর্থ উল্লিখিত ৬টি খাতে ব্যয় করা হয়।

**সারণি ২: কাউন্সিলের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব**

| **অর্থবছর ২০২৩-২০২৪** | | | |
|---|---|---|---|
| **ক্রমিক** | **বিবরণ** | **প্রাপ্তি** | **পরিশোধ** |
| ১. | প্রারম্ভিক উদ্ধৃত্ত | ১০,৫৪০,৪৭৩.৪৪ | |
| ২. | প্রাপ্তি (সরকারি অনুদান) | ৮৭,৭৩৯,৫০০.০০ | |
| ৩. | ব্যাংক মুনাফা (নীট) | ১২৭,০৩৪.০০ | |
| ৪. | যানবাহন ব্যবহার হতে আয় | ৪৯,২৯৬.০০ | |
| ৫. | অন্যান্য প্রাপ্ত আয় (চাকরি ইস্তফা হতে আয়) | ৯৯,৮০০.০০ | |
| ৬. | পুরাতন মালামাল, দরপত্র বিক্রয় ও বকেয়া বিল হতে প্রাপ্ত আয় | ৫৯,৯৯৫.০০ | |
| ৭. | অ্যাক্রেডিটেশন ফি | ১৬,০০,০০০.০০ | |
| ৮. | উপমোট আয় | ১,০০,২১৬,০৯৮.৪৪ | |
| ৯. | নিয়োগের আয় | ৪০,২০০.০০ | |
| ১০. | সর্বমোট আয় | ১০০,২৫৬,২৯৮.৪৪ | |
| ১১. | পরিচালন ব্যয় (২০২৩-২০২৪) | | ৭২,৯৭৮,৫১১.২০ |
| ১২. | নিয়োগের খরচ (৩০/৬/২০২৪) পর্যন্ত | | ৩১,৬১,১০২.০০ |
| ১৩. | সরকারি অর্থ ফেরত | | ১৪,৭৬,৯৮৮.৮০ |
| ১৪. | নিয়োগের তহবিল স্থিতি | | ১৩,৩০,৭২০.০০ |
| ১৫. | নিজস্ব তহবিল স্থিতি | | ৮০,২৪,৯৭৬.৪৪ |
| ১৬. | উভয় দিকের যোগফল | ১০০,২৫৬,২৯৮.৪৪ | ১০০,২৫৬,২৯৮.৪৪ |

### ৭.৩ এনডাউমেন্ট ফান্ড

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) হতে প্রাপ্ত এনডাউমেন্ট ফান্ড-এর টাকা ৮০,০০,০০,০০০.০০ (আশি কোটি টাকা)। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জনতা ব্যাংক বিমক শাখায় ১টি, প্রিমিয়ার ব্যাংকে ২টি এবং এস আই বি এল, এক্সিম ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক ও কমিউনিটি ব্যাংকে একটি করে মোট ৭টি মেয়াদী হিসাবে জমা রাখা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এনডাউমেন্ট ফান্ড হতে আনুমানিক মোট ৫৭,৪৬৯,৮৮৩.৭০ (পাঁচ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ ঊনসত্তর হাজার আটশত তিরাশি টাকা সত্তর পয়সা মাত্র) টাকা মুনাফা বাবদ পাওয়া গেছে।

**সারণি ৩: কাউন্সিলের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এন্ডাউমেন্ট ফান্ড এর হিসাব (Endowment Fund)**

| বিবরণ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর |
|---|---|
| | প্রাপ্তি |
| প্রারম্ভিক তহবিল (১.৭.২০১৯) | ৮০০,০০০,০০০.০০ |
| ২০২০-২১ পর্যন্ত মুনাফা | ৯৯,৯৩৩,৬০৭.৭১ |
| ২০২১-২২ মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি | ১৭,২৫৩,১২৬.১৬ |
| ২০২২-২৩ মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০,৮৪৩,৩৮২.৪৩ |
| ২০২৩-২৪ মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি | ৫৭,৪৬৯,৮৮৩.৭০ |
| মোট সমাপনী স্থিতি (৩০.৬.২০২৪) | ১,০২৫,৫০০,০০০.০০ |

**সারণি ৪: কাউন্সিলের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এন্ডাউমেন্ট ফান্ড (Endowment Fund) থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর | |
|---|---|---|---|
| | | জমাকৃত অর্থ | মুনাফা প্রাপ্তির তারিখ |
| ১. | জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এসএনডি হিসাব<br>বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা | ১১,১১৬.৩০ | - |
| ২. | জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এসএনডি হিসাব<br>বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা | ৪০০,০০০,০০০.০০ | ২৫ জুলাই, ২০২৪ |
| ৩. | সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড, বসুন্ধরা সিটি, পান্থপথ শাখা, ঢাকা | ২৪০,০০০,০০০.০০ | ২৫ জুলাই, ২০২৪ |
| ৪. | প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, দিলকুশা, মতিঝিল, ঢাকা। | ৮০,০০০,০০০.০০ | ২৮ জুলাই, ২০২৪ |
| ৫. | ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা | ১০০,০০০,০০০.০০ | ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ |
| ৬. | এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, বনানী শাখা, ঢাকা | ১০০,০০০,০০০.০০ | ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ |
| ৭. | কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পুলিশ প্লাজা, গুলশান, ঢাকা | ১০০,০০০,০০০.০০ | ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ |
| ৮. | প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, দিলকুশা, মতিঝিল, ঢাকা। | ১৬৫,৫০০,০০০.০০ | ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ |

## ৮. জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন/পালন

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সকল দিবস পালন ও উদ্‌যাপন করে থাকে।

### ৮.১ মহান শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে মহান শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল জাতির বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

চিত্র: মহান শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক জাতির বীর সন্তানদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন (১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

### ৮.২ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরি শেষে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মধ্য দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

চিত্র: মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রভাত ফেরি শেষে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

## ৯. কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ (২০২৩-২০২৪)

১. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এনডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালা, ২০২৩ সরকার কর্তৃক অনুমোদন (পরিশিষ্ট-ঙ);

২. ৫৫টি সৃজিত পদের মধ্যে রাজস্বখাত-ভুক্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৩টি ক্যাটাগরির ৪৬টি পদে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ;

৩. অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়াল (দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২৪) প্রকাশ;

৪. অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের জন্য ৬১ জন অধ্যাপককে অ্যাকাডেমিক অডিটর হিসেবে অনুমোদন;

৫. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে (এ পর্যন্ত আটশতাধিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে) Quality Assurance and Accreditation বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

৬. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালার আয়োজন;

৭. অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম পর্যায়ে অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দেশের মোট ২১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৯টি প্রোগ্রামের Intent to Apply গ্রহণ ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু এবং ৩টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে আবেদন দাখিল;

৮. Discipline specific/Subject specific বিশেষজ্ঞ কমিটির তালিকা প্রণয়ন;

৯. কাউন্সিলের তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত বিধি, ২০২০ প্রণয়ন;

১০. কাউন্সিলের আর্থিক নীতিমালা ও হিসাব ম্যানুয়াল সংক্রান্ত প্রবিধান, ২০২০ এর প্রণয়ন;

১১. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক ৯টি গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন;

১২. ৩টি আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সি সমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক ও ১টির সাথে সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর;

১৩. আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সিসমূহের সাথে সভায় অংশগ্রহণ (Virtual platform and Face-to-face);

১৪. আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সি কর্তৃক আয়োজিত International Annual Conference -এ অংশগ্রহণ।

## ১০. কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপ:

১. দেশের সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠা এবং সক্রিয়করণ;

২. Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) এর পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব প্রদান;

৩. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল-ভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়ন, ছাত্র-কেন্দ্রিক পাঠদান এবং শিখন ফলের মূল্যায়নে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি;

৪. অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রিসোর্স পারসনদের স্বল্পতা;

৫. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের নিজস্ব কার্যালয় বা ভবন প্রতিষ্ঠা;

৬. BNQF বাস্তবায়নে দেশের সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধকরণ।

## List of Academic Auditors for Accreditation Committee and Academic Audit

| Sl. No. | Name & Designation | Address | Cell Number and E-mail |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Mohammad Rafiqul Islam<br>Professor | Vice-Chancellor<br>Islamic University of Technology, Board Bazar, Gazipur-1704 and Dept. of Neval Architecture and Marine Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka-100 | 01817-571911<br>rafiqis@gmail.com,<br>rafiqis@name.buet.ac.bd |
| 2 | Dr. Sukumar Saha<br>Professor | Department of Microbiology & Hygiene<br>Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 | 01740-847 339<br>sukumar.saha@bau.edu.bd |
| 3 | Dr. Mohammed Ziaul Haider<br>Professor | Economics Discipline, Khulna University, Khulna-9208 | 01730-004131<br>haidermz@econ.ku.ac.bd |
| 4 | Dr Ain-ul Huda<br>Professor | Department of Physics &<br>Director IQAC<br>Jagannath University, Dhaka-1100 | 01716-914438<br>ainul.huda@gmail.com<br>ainul.huda@phy.jnu.ac.bd |
| 5 | Dr. ABM Rahmatullah<br>Professor | Department of Economics<br>American International University- Bangladesh, Plot-408/1, Kuril, Kuratoli Road, Khilkhet, Dhaka-1229 | 01913-532148<br>rahmatullah@aiub.edu |
| 6 | Dr Asaduzzaman<br>Professor | Department of Computer Science & Engineering Chittagong University of Engineering & Technology, Chittagong-4349 | 01938-534828<br>asad@cuet.ac.bd |
| 7 | Dr. Kazi Bayzid Kabir<br>Professor | Department of Chemical Engineering<br>Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka-1000 | 01919-190800<br>kazibayzid@gmail.com<br>kazibayzid@che.buet.ac.bd |
| 8 | Dr. Md. Sarwar Jahan<br>Professor | Agrotechnology Discipline<br>Khulna University<br>Khulna-9208 | 01712-813106<br>mjahan70@yahoo.com<br>mjahan70@ku.ac.bd |
| 9 | Dr. Farheen Hassan | Associate Dean, Faculty of Business Administration & | 01715-013137<br>farheen@aiub.edu |

| Sl. No. | Name & Designation | Address | Cell Number and E-mail |
|---|---|---|---|
| | Professor | Director, IQAC<br>American International University-Bangladesh, Plot-408/1, Kuril, Kuratoli Road, Khilkhet, Dhaka-1229 | |
| 10 | Dr. K. M. Abdus Sobahan<br>Professor | Department of Electrical & Electronics and Engineering, Islamic University, Kushtia-7003 | 01749-368348<br>asobahan@yahoo.com |
| 11 | Dr. Khawza Iftekhar Uddin Ahmed<br>Professor | Pro-Vice Chancellor<br>Green University of Bangladesh,<br>Purbachal American City<br>Kanchan, Rupganj, Narayanganj-1461 | 01914-328369<br>pro-vc@green.edu.bd |
| 12 | Choudhury Muhammed Mukammel Wahid<br>Professor | Department of Computer Science & Engineering<br>Metropolitan University, Bateshwar, Sylhet-3103 | 01713-328332<br>mwahid@metrouni.edu.bd |
| 13 | Dr. M. Abul Kashem<br>Professor | Vice Chancellor<br>Teesta University, Rangpur<br>Modern More, R K Road, Rangpur-5404 | 01711-957558<br>kashem1953@gmail.com |
| 14 | Dr. Bikash Chandra Sarker<br>Professor | Department of Agricultural Chemistry<br>Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur-5200 | 01715-057609<br>bikash@hstu.ac.bd |
| 15 | Dr. Md. Shafiqul Islam<br>Professor (Retd.) | Department of Ophthalmology<br>Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka-1000<br>Residence: 9/A, Confidence Tower, 5/L, Satmasjid Road, Mohammadpur, Dhaka-1207 | 01711-843740<br>profshafiqul@yahoo.com |
| 16 | Dr. Md. Sirajul Islam<br>Professor | Treasurer and Department of Environmental Science & Resource Management<br>Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail-1902 | 01710-660209<br>islammstazu@yahoo.com |
| 17 | Dr. Md. Khurshed Alam Bhuiyan | Dept. of Plant Pathology,<br>Bangabandhu Sheikh Mujibur | 01716-483814<br>kabhuiyan55@yahoo.com |

| Sl. No. | Name & Designation | Address | Cell Number and E-mail |
|---|---|---|---|
| | Professor (Retd.) | Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur-1706<br>Residence: Flat# 605/B, Madhobilata, Building No: 17/B, Sector-18, Uttara, Dhaka-1230 | |
| 18 | Dr. Nazmun Nahar<br>Professor | Department of Civil and Environmental Engineering<br>North South University, Plot-15, Block-B, Bashundhara, Dhaka-1229 | 01842-678926<br>nazmun.nahar@northsouth.edu |
| 19 | Dr. Md. Solaiman Ali Fakir<br>Professor | Department of Crop Botany<br>Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 | 01715-523202<br>fakirmsa@gmail.com |
| 20 | Dr. Md. Nazrul Islam<br>Professor | Department of Civil Engineering<br>Dhaka University of Engineering & Technology, Gazipur-1707 | 01716-539548<br>nazrul2100@yahoo.com<br>nazrul2100@duet.ac.bd |
| 21 | Dr. Harasit Kumar Paul<br>Professor | Department of Dermatology & Venereology Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka-1000 | 01711-008633<br>harasit_paul@yahoo.com |
| 22 | Dr. Mohammad Forhad Hossain<br>Professor | Department of Textile Engineering and Director, IQAC, Bangladesh University of Textiles, Dhaka-1208 | 01714-322070<br>forhadbd77@gmail.com<br>forhad@dce.butex.edu.bd |
| 23 | Dr. Md. Taher Billal Khalifa<br>Professor | Treasurer,<br>Metropolitan University, Bateshwar, Sylhet | 01711-968256<br>tkhalifa@metrouni.edu.bd<br>tbkhalifa@gmail.com |
| 24 | Dr. G. R. Ahmed Jamal<br>Professor | Department of Electrical & Electronics and Engineering<br>University of Asia Pasific,<br>House-74/A, Green Road,<br>Dhaka-1215 | 01840-047284<br>ahmed.eee@uap-bd.edu |
| 25 | Dr. Mohammed Abdullah Mamun<br>Professor | Department of Management<br>Faculty of Business Administration and Director, IQAC, University of Chittagong, Chattagram-4331 | 01755-551118<br>mabdullahmamun@cu.ac.bd<br>mabmamun7@gmail.com |
| 26 | Dr. Md. Rezaul Karim | Department of Civil | 01711-005462 |

| Sl. No. | Name & Designation | Address | Cell Number and E-mail |
|---|---|---|---|
| | Professor | Engineering<br>Dhaka University of Engineering & Technology, Gazipur-1707 | reza_civil@yahoo.com<br>rezaul@duet.ac.bd |
| 27 | Dr. K.M. Azharul Hasan<br>Professor | Department of Computer Science and Engineering<br>Khulna University of Engineering & Technology, Khulna-9203 | 01714-087273<br>az@cse.kuet.ac.bd<br>azhasan@gmail.com |
| 28 | Dr. M. Moynul Haque<br>Professor | Department of Agronomy<br>Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur-1706 | 01711-908640<br>moynul60@yahoo.com<br>moynul60@bsmrau.edu.bd |
| 29 | Dr. Md. Ashraful Islam Khan<br>Professor | Department of Population Science & Human Resource Development<br>University of Rajshahi,<br>Rajshahi-6205 | 01745-786558<br>khan75ru@ru.ac.bd<br>khan75ru@gmail.com |
| 30 | Dr. Md. Nazrul Islam<br>Professor (Retd.) | Faculty of Veterinary, Animal and Biomedical Sciences<br>Sylhet Agricultural University, Sylhet-3100 | 01711-934644<br>mnislam58@yahoo.com |
| 31 | Dr. Md. Rezaul Karim<br>Professor | Department of Urban and Rural Planning<br>Khulna University<br>Khulna-9208 | 01915-026288<br>rkarim1960@yahoo.com |
| 32 | Dr. Md. Enayet Hossain<br>Professor | Department of Tourism and Hospitality Management<br>University of Rajshahi, Rajshahi-6205 | 01746-583853<br>01711-461460<br>mehossain@yahoo.com |
| 33 | Dr. Md. Kamrul Alam Khan<br>Professor | Vice Chancellor<br>Bangamata Sheikh Fojilatunnesa Mujib Science & Technology University, Malancha, Melandah, Jamalpur-2012 | 01911-357447<br>01712-974344<br>kakhan01@yahoo.com |
| 34 | Dr. Md. Mozahar Ali<br>Professor (Retd.) | GTI, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202<br>Residence: 3C, Graduate Garden, Foshiler more, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 | 01711-391190<br>mozahar55@yahoo.co.uk<br>mozahar55@gmail.com |
| 35 | Dr. Md. Ashraful Alam | Vice Chancellor | 01718-364976 |

| Sl. No. | Name & Designation | Address | Cell Number and E-mail |
|---|---|---|---|
| | Professor | Sylhet International University<br>Sylhet-3100 | ashraf_sust@yahoo.com |
| 36 | Dr. Md. Abdul Hakim<br>Professor | Department of Economics and Director, IQAC<br>Southeast University, 251/A & 252, Tejgoan I/A, Dhaka-1208 | 01711-549653<br>m.a.hakim@seu.edu.bd |
| 37 | Dr. Ahmed Ahsanuzzaman<br>Professor | Department of English<br>Independent University Bangladesh (IUB), Plot-16, Block-B, Aftabuddinahmed Road, Bashundhara R/A, Dhaka-1229 | 01715-387868<br>ahsanuzzaman@iub.edu.bd |
| 38 | Dr. Khandokar Saif Uddin<br>Professor | Department of Quantitative Science (Statistics) and Director, IQAC<br>International University of Business Agriculture and Technology, 4 Embankment Drive Road, Sector-10, Uttara, Dhaka-1230 | 01716-923295<br>kh.saifuddin@iubat.edu |
| 39 | Dr. Mushfique Ahmed<br>Professor (Retd.) | Department of Geology & Mining<br>Residence: W-67/D<br>University Residential Area<br>University of Rajshahi, Rajshahi-6505 | 01741-550108<br>mushfique@ru.ac.bd<br>mushfique1957@gmail.com |
| 40 | Dr. Md. Asaduzzaman Khan<br>Professor | Department of Soil Science<br>Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 | 01552-498705<br>makhan_sau@ymail.com |
| 41 | Dr. Md. Zainul Abedin<br>Professor | Department of Farm Structure and Environmental Engineering (FSEE)<br>Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 | 01762-628209,<br>01328-952831<br>mzabedin95@yahoo.com |
| 42 | Dr. Mohammad Sayadur Rahaman<br>Professor | Department of Chemistry<br>Comilla University<br>Cumilla-3506 | 01711-398311<br>sayadur@yahoo.com |
| 43 | Dr. Md. Serajul Islam Prodhan<br>Professor | Department of Civil Engineering and Director, IQAC<br>Dhaka International University, Satarkul, Badda, Dhaka-1213 | 01746-437321<br>prodhan_serajul@yahoo.com |

| Sl. No. | Name & Designation | Address | Cell Number and E-mail |
|---|---|---|---|
| 44 | Dr. Md. Asharaful Alam<br>Professor | Department of Applied Chemistry & Chemical Engineering,<br>Noakhali Science and Technology University, Noakhali-3814 | 01919-818044<br>ashraf.acce@nstu.edu.bd |
| 45 | Dr. Md. Shahidul Islam<br>Professor | Vice Chancellor<br>Trust University, Ruia,<br>Nobogram Road<br>Barishal-8200 | 01941-043122<br>shahidulplp@gmail.com |
| 46 | Dr. Razina Sultana<br>Professor | Department of Social Work<br>Jagannath University, Dhaka-1100 | 01712-828554<br>sultana_razina@yahoo.com |
| 47 | Dr. Md. Mosharraf Hossain<br>Professor | Department of Industrial Production & Engineering<br>Rajshahi University of Engineering & Technology, Rajshahi-6204 | 01713-228545<br>Mosharraf.hossain@ipe.ruet.ac.bd<br>Mosharraf80@yahoo.com |
| 48 | Dr. Monjurul Alam<br>Professor | Institute of Modern Languages<br>University of Chittagong, Chattogram-4331 | 01726-047272<br>monjurul.alam@cu.ac.bd |
| 49 | Dr. Jude William Genilo<br>Professor | Pro-Vice Chancellor and Director IQAC<br>University of Liberal Arts Bangladesh, 688 Beribadh Road, Mohammadpur, Dhaka-1207 | 01713-092787<br>jude.genilo@ulab.edu.bd |
| 50 | Dr. Md. Nazrul Islam<br>Professor | Department of Business Administration<br>Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet-3114 | 01712-817424<br>dnislam969-bau@sust.edu<br>dnislam69@gmail.com |
| 51 | Dr. Md. Hazrat Ali<br>Professor | Department of Civil Engineering<br>Chittagong University of Engineering and Technology, Chattogram-4349 | 01819-783779<br>pdrmhali@cuet.ac.bd |
| 52 | Dr. Bishwajit Chandra Deb<br>Professor | Department of Accounting<br>University of Comilla, Cumilla-3506 | 01711-888986<br>deb.bishu@yahoo.com |
| 53 | Dr. Md. Abiar Rahman<br>Professor | Faculty of Agriculture<br>Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural | 01552-495452<br>abiar@bsmrau.edu.bd |

| Sl. No. | Name & Designation | Address | Cell Number and E-mail |
|---|---|---|---|
| | | University, Gazipur-1706 | |
| 54 | Dr. Md. Abdul Awwal Biswas<br>Professor (Retd) | Department of Anthropology<br>Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet-3114<br>Residence: House No.-832<br>Sky View Paragon, 3rd Floor, B-4, Ibrahimpur, Dhaka Cantonment, Dhaka- 1206 | 01711-966412<br>awwal_biswas@yahoo.com |
| 55 | Dr. Sanjoy Kumar Adhikary<br>Professor (PRL) | Agrotechnology Discipline, Khulna University, Khulna-9208<br>Residence: Kohinoor Villa, House-656, Flat-3/A, Road-14, Adabor, Baitul Aman Housing Society, Adabor, Dhaka-1207 | 01914-066297<br>01313-430994<br>adhikaryku1958@gmail.com |
| 56 | Dr. Syed Hafizur Rahman<br>Professor | Department of Environmental Sciences and Director IQAC<br>Jahangirnagar University<br>Savar, Dhaka-1342 | 01720-173352<br>hafizsr@juniv.edu |
| 57 | Dr. Md. Mer Mosharraf Hossain<br>Professor | Department of Fisheries and Marine Bioscience<br>Jashore University of Science and Technology, Jashore - 7408 | 01731-143787<br>mmm.hossain@just.edu.bd |
| 58 | Dr. Taufique Sayeed<br>Professor | Treasurer and Director IQAC<br>Premier University, 541, OR Nizam Road, Chattogram-4203 | 01704568607<br>tsayeedctg@gmail.com |
| 59 | Dr Ahmed Wasif Reza<br>Professor | Dept. of Computer Science and Engineering and Additional Director, IQAC<br>East West University, A/2, Aftabnagar, Dkaka-1212 | 01780099173<br>wasif@ewubd.edu |
| 60 | Dr. Sk. Abdul Kader Arafin<br>Professor | Dept. of CSE and Additional Director IQAC<br>Daffodil International University, Daffodil smart City, Birulia,<br>Savar, Dhaka-1216 | 01711-979182<br>01625-572990<br>skak_arafin@daffodilvarsity.edu.bd<br>adqa-iqac@daffodilvarsity.edu.bd |
| 61 | Dr. Parvez Ahmed<br>Professor | Department of Law<br>Gono Bishwabidyalay, Savar, Dhaka-1344 | 01720-491119<br>advo.pahmed@gmail.com |

পরিশিষ্ট-খ

## ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আবেদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা

| Sl No. | Name of University | Date of Application | Number of Program |
|---|---|---|---|
| 1 | Atish Dipankar University of Science & Technology (ADUST) | 20.07.2023 | 1 |
| 2 | Exim Bank Agriculture University (EximBAU) | 01.08.2023 | 1 |
| 3 | City University (CityU) | 27.08.2023 | 4 |
| | | 04.12.2023 | 1 |
| 4 | Southern University Bangladesh (SUB) | 09.10.2023 | 17 |
| 5 | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University (BSMRAU) | 09.11.2023 | 3 |
| 6 | Ahsanullah University of Science and Technology (AUST) | 26.11.2023 | 8 |
| 7 | World University of Bangladesh (WUB) | 28.11.2023 | 11 |
| 8 | International Islamic University Chittagong (IIUC) | 29.11.2023 | 12 |
| 9 | Prime University (PU) | 12.12.2023 | 13 |
| 10 | Jahangirnagar University (JU) | 21.12.2023 | 9 |
| | | 11.02.2024 | 4 |
| | | 06.05.2024 | 4 |
| | | 10.06.2024 | 1 |
| 11 | Green University of Bangladesh (GUB) | 31.12.2023 | 2 |
| 12 | Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET) | 01.01.2024 | 12 |
| 13 | Islamic University of Technology (IUT) | 04.01.2024 | 1 |
| | | 24.01.2024 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | CCN University of Science & Technology (CCNUST) | 28.01.2024 | 1 |
| 15 | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University, Bangladesh (BSMRMU) | 29.01.2024 | 4 |
| 16 | Port City International University (PCIU) | 08.02.2024 | 14 |
| 17 | Khwaja Yunus Ali University (KYAU) | 02.04.2024 | 9 |
| 18 | Bangladesh Agricultural University, Mymensingh (BAU) | 08.04.2024 | 1 |
| | | 30.04.2024 | 6 |
| 19 | North Bengal International University (NBIU) | 08.05.24 | 3 |
| | | 02.06.24 | 5 |
| 20 | Chittagong Independent University (CIU) | 08.05.24 | 7 |
| 21 | University of Asia Pacific (UAP) | 04.06.2024 | 4 |
| | | Total= | 159 |

## ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন দাখিলকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা

| Sl no | Name of University | Name of Program | Date of Submission |
|---|---|---|---|
| 1. | American International University-Bangladesh (AIUB) | Electrical and Electronic Engineering (EEE) | 21.05.24 |
| 2. | Premier University Chittagong (PUC) | Electrical and Electronic Engineering (EEE) | 29.05.24 |
| | | Law | 29.05.24 |
| | | Bachelor of Business Administration (BBA) | 30.05.24 |
| | | Computer Science and Engineering (CSE) | 30.05.24 |
| | | English | 30.05.24 |
| | | Economics | 30.05.24 |
| 3. | Daffodil International University (DIU) | Electrical and Electronic Engineering (EEE) | 06.06.24 |

## ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাস্তবায়িত ৯টি গবেষণা প্রকল্প

| Sl. No. | Research Project | Principal Researcher(s) | Co-researcher(s) |
|---|---|---|---|
| 1. | RP-49/2023-24: Assessing Willingness of Some Selected Universities to Comply with the Requirements of Accreditation | Md. Shawan Uddin, PhD<br>Associate Professor<br>Department of Management Studies<br>University of Rajshahi, Rajshahi-6205. | N/A |
| 2. | RP-39/2023-24: Status of the Culmination of Program Outcomes Considering Complex Engineering Problems in Outcome-Based Education | Dr. Shah Murtaza Rashid Al Masud<br>Associate Professor & Head<br>Department of Computer Science and Engineering<br>University of Asia Pacific (UAP), Dhaka-1215. | Ms. Tanjina Helaly<br>Assistant Professor<br>Department of Computer Science and Engineering<br>University of Asia Pacific (UAP), 74/A, Green Road, Dhaka-1205. |
| 3. | RP-17/2023-24: Challenges and Opportunities of Accreditation in Ensuring Quality Education at Business Schools (B- Schools) in Bangladesh | Dr. Maksuda Hossain<br>Associate Professor<br>Faculty of Business Administration<br>Eastern University, Dhaka-1345. | Dr. Md. Ashraf Hossain<br>Professor<br>Faculty of Business Administration<br>Eastern University, Road 6, Block B, Ashulia Model Town, Birulia, Savar, Dhaka-1345. |
| 4. | RP-71/2023-24: Challenges of Integrating Education Technology for Quality Assurance of Higher Education in Bangladesh | Dr. Kumar Debasis Dutta<br>Professor<br>Patuakhali Science and Technology University (PSTU), Patuakhali-8602. | Dr. Mallika Saha<br>Associate Professor<br>University of Barishal, Kornokathi, Barishal- 8254. |
| 5. | RP-67/2023-24: Determinants to Raise Awareness About Fourth Industrial Revolution (4iR): Realities and Pathways to Ensure Quality of Tourism and Hospitality Management Graduates | Mr. Sazu Sardar<br>Assistant Professor<br>Department of Tourism and Hospitality Management<br>University of Rajshahi, Rajshahi-6205. | Dr. Md. Enayet Hossain<br>Professor and Chairman<br>Department of Tourism and Hospitality Management<br>University of Rajshahi, Rajshahi-6205. |
| 6. | RP-28/2023-24: Assessing the Quality of Undergraduate Business Education Using Higher-Order Thinking Skills: | Dr. Mohammad Kamal Hossain<br>Associate Professor<br>Department of Accounting | N/A |

| Sl. No. | Research Project | Principal Researcher(s) | Co-researcher(s) |
|---|---|---|---|
| | Evidence from Selected Universities in Bangladesh | and Information Systems<br>Jashore University of Science and Technology, Jashore-7408. | |
| 7. | RP-43/2023-24: Status of Implementation of Outcome-Based Education in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University | Dr. Bijoy Kumer Paul<br>Associate professor<br>Department of Public Health and Informatics<br>Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Shahbag, Dhaka- 1000. | Dr. Md. Atiqul Haque<br>Professor<br>Department of Public Health and Informatics<br>Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU), Shahbag, Dhaka-1000. |
| 8. | RP-07/2023-24: Quality Assurance in Bangladesh Tertiary Education: A Review of Scholarly Works (2015 to Present) | Jude William R. Genilo<br>Professor<br>Media Studies and Journalism and<br>Director (IQAC)<br>University of Liberal Arts, Dhaka- 1207. | N/A |
| 9. | RP-15/2023-24: Studying Adequacy of Resources to Support Quality Education in Selected Universities of Bangladesh | Dr. Shapan Chandra Majumder<br>Professor<br>Department of Economics<br>Comilla University, Cumilla-3506. | Dr. Banani Biswas<br>Professor<br>Department of English<br>Comilla University, Cumilla-3506. |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১ শাখা
www.shed.gov.bd

## বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এনডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালা, ২০২৩

১। **শিরোনাম:** এই নীতিমালা "বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এনডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালা, ২০২৩" নামে অভিহিত হইবে

২। **সংজ্ঞা:** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়-

(১) "উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ স্নাতক বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রি প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

(২) "এনডাউমেন্ট ফান্ড" অর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প হইতে প্রাপ্ত ও পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ এবং দেশী-বিদেশী অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান।

(৩) "চলতি ফান্ড" অর্থ মেয়াদী আমানতের মোট আয় হইতে অবমূল্যায়ন মাসুল ও কর বাদ দেওয়ার পর যে ফান্ড থাকিবে তাহাই চলতি ফান্ড।

(৪) "ফান্ডের মূলধন" অর্থ ফান্ডের মোট সম্পদ যা সময়ে সময়ে বা বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়।

(৫) "মোট আয়" অর্থ এনডাউমেন্ট ফান্ডের অর্থ বিনিয়োগের ফলে সামগ্রিক আয়।

৩। **ফান্ডের উদ্দেশ্য:** বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স, অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম, ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও এতদসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৪। **পরিচালনা কমিটি গঠন:** ফান্ড পরিচালনার জন্য একটি কমিটি থাকিবে। কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠিত হইবে-

| | |
|---|---|
| (১) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর পূর্ণকালীন সদস্য (অর্থ)- | সভাপতি |
| (২) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর জ্যেষ্ঠতম পূর্ণকালীন সদস্য- | সদস্য |
| (৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ) এর অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব- | সদস্য |
| (৪) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কমিশনের একজন পূর্ণকালীন সদস্য- | সদস্য |
| (৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য- | সদস্য |
| (৬) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য- | সদস্য |
| (৭) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর পরিচালক (অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি)- | সদস্য সচিব |

চলমান পাতা/-২

৫। **পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:**

(১) এনডাউমেন্ট ফান্ডের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে ফান্ডের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(২) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে পেশাদারিত্ব অর্জনে কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অর্থায়নের সুপারিশ;

(৩) কাউন্সিল কর্তৃক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থায়নের সুপারিশ;

(৪) কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত উচ্চতর গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্স আয়োজনে কাউন্সিলকে অর্থায়নের সুপারিশ;

(৫) কাউন্সিল কর্তৃক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনে অর্থায়নের সুপারিশ;

(৬) কাউন্সিল কর্তৃক আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের সুপারিশ;

(৭) কাউন্সিল কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার সদস্য পদ গ্রহণ ও চাঁদা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ;

৬। **পরিচালনা কমিটির সভা:**

(১) কমিটির সভাপতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) সভাপতির অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠতম পূর্ণকালীন সদস্য কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কমিটির সভাপতি কমিটির সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৬ (ছয়) মাসে কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) কমিটির সভার কোরাম পূর্ণ হইতে ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৫) সভার তারিখের কমপক্ষে ৩ (তিন) কর্মদিবস পূর্বে সভা আহ্বান করিতে হইবে। সভার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে কার্যবিবরণী সকল সদস্যকে প্রেরণ করিতে হইবে। কোন সদস্য যদি মনে করেন কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিখিত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে সভাপতিকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৬) কমিটি প্রয়োজনে কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে বা সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

চলমান পাতা-৩

৭। এনডাউমেন্ট ফান্ডের উৎস ও পরিচালনা:

(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প হইতে প্রাপ্ত ৮০,০০,০০,০০০.০০ (আশি কোটি) টাকা এই ফান্ডের প্রারম্ভিক অর্থ। ইহাই কাউন্সিলের এনডাউমেন্ট ফান্ডের প্রাথমিক প্রকৃত মূলধন;

(২) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দান ও অনুদান

(৩) সরকারের অনুমোদনক্রমে দেশী-বিদেশী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান। তবে শর্ত থাকিবে যে, দেশী-বিদেশী অনুদান প্রদানকারী কর্তৃক দেয় শর্ত কাউন্সিলের এনডাউমেন্ট ফান্ডের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হইতে পারিবে না।

(৪) এনডাউমেন্ট ফান্ডের প্রাথমিক প্রকৃত মূলধন বা মূল অর্থ কোন অবস্থাতেই ব্যয় করা যাবেনা। উপরন্তু প্রতি বছর এ ফান্ড হতে প্রাপ্ত লাভের ২৫% মূল ফান্ডের সাথে যোগ করিয়া হিসাব পরিচালনা করিতে হইবে।

(৫) এনডাউমেন্ট ফান্ড হতে প্রাপ্ত প্রফিট (৭৫%) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্য (অর্থ) এর নামে আলাদা ব্যাংক হিসাব খুলে তাদের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে এবং অর্থ ব্যয়ে প্রযোজ্য সকল আর্থিক বিধি-বিধান ও নিয়মাচার বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে

(৬) এ অর্থ ব্যয়/বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন ধরণের অনিয়ম উদঘাটিত হলে সেক্ষেত্রে বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে।

(৭) বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম, ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও এতদসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে

(৮) এনডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালায় বর্ণিত কাজের সাথে প্রাসংগিক না হলে সরকার যে কোন সময়ে সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে নিয়ে নিতে পারিবে।

(৯) সরকারি বিধি অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংকে উক্ত অর্থ মেয়াদী আমানত হিসাবে জমা থাকিবে

(১০) পরিচালনা কমিটির বহিঃস্থ সদস্য ও বিশেষজ্ঞগণ অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

(১১) কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

৮। হিসাব ও নিরীক্ষা:

(১) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্য (অর্থ) এর যৌথ স্বাক্ষরে এ ফান্ডের ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হইবে

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ফান্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি সরকার ও কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবেন

চলমান পাতা/-৪

(৩) উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও **Bangladech Chartered Account Order. 1973 (P.O. No. 2 of 1973)** এর **2(1) (b)** এ সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা ফান্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কাউন্সিল এক বা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন

(৪) কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এনডাউমেন্ট ফান্ডের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স শিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য বা কাউন্সিলের যে কোন শ্রেণির কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

৯। **বার্ষিক প্রতিবেদন:**

পরিচালনা কমিটি প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির পর, তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে এবং অনুমোদিত বার্ষিক প্রতিবেদনটি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১০। **রহিতকরণ বা সংশোধন:**

প্রয়োজনে সরকার এ নীতিমালা রহিত বা সংশোধন করিতে পারিবে।

স্বাক্ষরিত/১১.১২.২০২৩
(সোলেমান খান)
সচিব

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.২০.০০১.১৮ (অংশ)- ৪৪৪(৮)

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১১ ডিসেম্বর ২০২৩

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :**

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।
৬. যুগ্মসচিব (বাজেট), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. উপসচিব (বাজেট), শাখা ৩, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন)
উপসচিব